ই'দাদ

একটি ভুলে যাওয়া ফরয

মুফতি

আব্দুল ওয়াহহাব (হাফিযাহুল্লাহ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে **ই’দাদ** (জিহাদের প্রস্তুতি) ফরয।

ই’দাদ দুই প্রকারঃ

এক. ই’দাদে ঈমানী তথা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ বুঝা।

জিহাদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেওয়া এই ফরযের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, জিহাদ কখন ফরযে কিফায়া থাকে, কখন ফরযে আইন হয়, কার কার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে, কাকে হত্যা করা যাবে, কাকে হত্যা করা যাবে না- ইত্যাদী।

দুই. ই’দাদে মা-দ্দী / ই’দাদে আসকারী তথা সামরিক প্রস্তুতি।

এই উভয় প্রকার ই’দাদ ফরয এবং তা সকল মুসলমানের উপর ফরয।

সামরিক প্রস্তুতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, সামরিক প্রস্তুতি ব্যতীত শত্রুর মোকাবেলা সম্ভব নয়। তদ্রূপ ই’দাদে ঈমানীও জরুরী। কারণ সহীহ ইলম না থাকলে জিহাদকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় চালানো সম্ভব নয়।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, জিহাদে যে যেই কাজ করবে ঐ কাজের জন্য আবশ্যক পরিমাণ ইলম তার জন্য ফরয। বাকি অন্যান্য বিষয়ের ইলম ফরয নয়। আর এ পরিমাণ ইলম হাসিলের জন্য যে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। অল্প কিছু দিনে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে তা শিখে নেয়া যাবে। অতএব, ইলম অর্জনের বাহানা ধরে ফরযে আইন জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ নেই।

তবে হ্যাঁ, জিহাদকে শরয়ী ত্বরীকায় চালানোর জন্য যে বিস্তারিত ইলমের প্রয়োজন তার জন্য একদল বিশেষজ্ঞ ওলামা আবশ্যক। আমীরের পক্ষ থেকে যাদেরকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে তারা সর্বক্ষণ ইলমী গবেষণা ও তা’লিম তাআল্লুমের কাজে ব্যস্ত থাকবে। আমীরের অনুমতি ছাড়া নিজে থেকেই ইলমী গবেষণার দায়িত্ব নিয়ে নিয়ে জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। এ ধরণের কাজ জিহাদ বলে গণ্য হবে না, বরং খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বলে গণ্য হবে।

যতদিন খেলাফত কায়েম ছিল ততদিন ই’দাদের বিষয়টা সুস্পষ্টই ছিল। কিন্তু খেলাফতের পতনের পর যখন কুফরী শাসন আসে তখন থেকে ই’দাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। শয়তানের ওহী, মুরতাদ শাসকদের কূটনীতিক চাল, ওলামায়ে সূ এবং ওলামায়ে সালাতীন তথা দরবারি আলেমদের বিকৃতি ও অপপ্রচারের কারণে উম্মাহ আজ ই’দাদের ফরয যেন ভুলে গেছে। আজ মনে হয় আমাদের দেশগুলোর মত দেশের ৯৮% মুসলমান জানে না যে, ই’দাদ একটা ফরয।

বিশেষত দেশের অধিবাসীদেরকে সামরিক ও বেসামরিক এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলার কারণে জনসাধারণের মাথা থেকে ই'দাদের বিষয়টা একেবারেই দূর হয়ে গেছে। সামরিক ট্রেনিং নেয়া, রণকৌশল আয়ত্ব করা, অস্ত্র চালনা শিখা – ইত্যাদী বিষয় সেনাবাহিনী সহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব হয়ে গেছে। জনসাধারণ শুধু এসবের প্রদর্শনী দেখবে। আর কোন দায়িত্ব তাদের নেই। এখন দেশের উপর আঘাত আসলেও যেমন তা প্রতিহত করা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব, ধর্মের উপর আঘাত আসলেও তা দেখার দায়িত্ব সরকারের এবং সেনাবাহিনীর। জনসাধারণ এসব থেকে মুক্ত।

এই আকীদা যে শুধু জনসাধারণের তাই নয়, বরং অনেক বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস ও শাইখুল হাদিসেরও একই আকীদা।

আর তাগুতদের এটা একটা বড় সফলতা যে, ই'দাদের কথা জনসাধারণকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। এখন একতো জনসাধারণ সামরিক ট্রেনিং নিতে আগ্রহী হবে না। কেননা একে তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ফরয মনে করে না। দ্বিতীয়ত তাগুতরা যাদেরকে তাদের বাহিনীতে ভর্তি করবে তারাই শুধু ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাবে। এতে একদিকে জনগণের পক্ষ থেকে তাগুতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশঙ্কা যেমন আর থাকছে না, অপরদিকে তাগুতরা তাদের উপযোগী লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে তাদের কুফরী বাহিনীকে মজবুত থেকে মজবুত করার পরিপূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে। আর এভাবে তারা যুগ যুগ ধরে তাদের কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে বিনা বাধায় টিকিয়ে রাখতে পারছে।

এই পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল করে ই'দাদের ব্যাপারে সহীহ ইলমটুকু জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা জরুরী মনে করছি।

ই'দাদের ব্যাপার প্রচলিত সংশয়ঃ

ই'দাদের ব্যাপারে অনেক সংশয় প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপঃ

এক) আমাদের উপর জিহাদই ফরয নয়। আর জিহাদই যখন ফরয নয় তখন ই'দাদ ফরয হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

জিহাদ ফরয নয় কারণ, আমাদের জিহাদ করার সামর্থ্য নেই। আর জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ ফরয হয় না।

যেমন, হজ্ব একটি ফরয বিধান। কিন্তু যার হজ্ব করার সামর্থ্য নেই তার উপর হজ্ব ফরয নয়। আর যার উপর হজ্ব ফরয নয় তার উপর হজ্বের প্রস্তুতি নেয়াও ফরয নয়। হজ্ব করতে পারা যায় এই পরিমাণ টাকা পয়সা উপার্জন করা তার উপর ফরয নয়। জিহাদের ক্ষেত্রেও তেমনি। জিহাদ যেহেতু ফরয নয়, জিহাদ করতে পারা যায় এরকম সামর্থ্য অর্জন করাও ফরয নয়। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা যায়, শত্রু আক্রমণ করে বসলে জিহাদ তো ফরয হয়ে যায়, কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে তা আদায় করতে হয় না। আমাদের হালতও তেমনি। জিহাদ তো ফরয হয়েছিল, কিন্তু সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা এখন আর ফরয নয়। যেমন, কারো

উপর হজ্ব ফরয হলো, কিন্তু হজ্ব করার আগে আগেই কোনভাবে তার মাল ধ্বংস হয়ে গেল। তাহলে এখন আর তার উপর হজ্ব করা ফরয নয়। এমনকি মাল থাকা অবস্থায় তার উপর যে হজ্ব ফরয হয়েছিল তা আদায় করার জন্য এখন আর মাল অর্জন করাও ফরয নয়। তদ্রূপ শত্রু আক্রমণ করার কারণে আমাদের উপর জিহাদ তো ফরয হয়েছিল, কিন্তু সামর্থ্য না থাকার কারণে এখন আর জিহাদ করা আমাদের উপর ফরয নয়। জিহাদ যেমন ফরয নয়, জিহাদের করার জন্য ই’দাদ করাও ফরয নয়। যেমন হজ্ব আদায় করার জন্য মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে মাল কামাই করা ফরয নয়।

দুই) ই’দাদ ব্যক্তিগত কোন কাজ নয়। বরং তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের হাতে কোন রাষ্ট্র নেই, কাজেই সাধারণ মুসলমানের উপর ই’দাদ ফরয নয়। মুসলমানদের হাতে যখন রাষ্ট্র আসবে তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ই’দাদ করা হবে। এর আগ পর্যন্ত ই’দাদ ফরয নয়।

তৃতীয় আরেকটি সংশয় যা আছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। যেটি মুসলমানকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। আমি আমার আহলে ইলম একজন উস্তাদের কাছ থেকে শুনেছি, এক মাদ্রসার শাইখুল হাদিস না’কি - وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, ‘ই’দাদ করা হারাম। কারণ তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি।’

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন! যারা ই’দাদকে হারাম মনে করে তারা ঈমানদার থাকার কথা নয়। কারণ যেখানে আল্লাহ তাআলার হালালকৃত কোন বিষয়কে হারাম মনে করলে মুরতাদ হয়ে যায়, সেখানে অকাট্য ফরযকে হারাম মনে করলে ঈমান থাকবে কীভাবে?! ইসলামী শাসন কায়েম থাকলে এ ধরণের ব্যক্তিদের শিরোচ্ছেদ করা হতো। কিন্তু ইসলামী শাসন যেহেতু কায়েম নেই তখন কী আর করবো? এদের ব্যাপারে শুধু ঐ কথাটাই বলবো ‘কারামেত্বা’ ও ‘বাতেনিয়্যাহ’দের ব্যাপারে ইমাম জাসসাস রহ. যা বলে গিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন-

وأما قوله عليه الصلاة والسلام ...: "قاتلوا من كفر بالله": فإنه يدل على وجوب قتال جميع أصناف الكفار وقتلهم، وأن أحدًا منهم لا يقر على ما هو عليه من الكفر إلا بالجزية ممن يجوز أخذ الجزية منهم، وإلا: فالإسلام أو السيف، كنحو من يعطي الإقرار بجملة التوحيد وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام، وينقصه برد النصوص، مثل القرامطة المتسمية بالباطنية، فإن استحقاق القتل لا يزوال عنهم بزعمهم أنهم مقرون بجملة التوحيد والنبوة ... وكذلك أشباههم من سائر الملحدين ... فأردنا أن نبين حكمهم، لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمام للمسلمين يغضب لدين الله تعالى، أن يتلاعب به الملحدون، أو يسعوا في إطفاء نوره: أجرى عليهم حكم الله، وإن كان وجود ذلك بعيدًا في عصرنا، والله تعالى ولي دينه، وناصر شريعته.اھ

[রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী- "قاتلوا من كفر بالله" (যে আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করেছে তার বিরুদ্ধে কিতাল কর) বুঝাচ্ছে যে, সব শ্রেণীর কাফেরের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে কতল করা ফরয। তাদের কাউকেই তার কুফরের উপর বহাল রাখা যাবে না। যার থেকে জিযিয়া নেয়া জায়েয তার থেকে জিযিয়া নেয়া হবে। এছাড়া বাকিদের থেকে ‘হয়তো ইসলাম নতুবা তরবারি’ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে

না। যেমন- যারা তাওহীদ এবং রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যায়নের মৌখিক স্বীকৃতি তো দেয়, কিন্তু (শরীয়তের) নুসূসকে প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা তা ভঙ্গ করে। যেমন- ‘বাতেনিয়্যাহ’ নামধারী ‘কারামেত্বা’রা। কেননা শুধু তাওহীদ ও নবুওয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণেই তাদের থেকে তাদের প্রাপ্য হত্যার বিধান দূর হয়ে যাবে না। ... এ জাতীয় অন্য সকল মুলহিদের বিধানও এমনই। ... আমি এদের বিধান বর্ণনা করে যাওয়ার ইচ্ছা এ জন্য করেছি যে, ভবিষ্যতে যদি মুসলমানদের এমন কোন ইমাম আসেন যিনি মুলহিদদেরকে আল্লাহ তাআলার দ্বীন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে দেখে এবং তার নূরকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত দেখে ফোঁসে উঠবেন : তাহলে তিনি যেন তাদের উপর আল্লাহ তাআলার বিধান জারি করতে পারেন। যদিও আমাদের বর্তমান যমানায় এমন ইমাম পাওয়া দূরুহ ব্যাপার। আল্লাহ তাআলাই তাঁর দ্বীনের রক্ষক। তাঁর শরীয়তের হেফাজতকারী।]
[শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবীঃ ৭/৪১-৪৩]

সংশয় নিরসনঃ

১নং সংশয়ঃ

১নং সংশয়ের ভিত্তি দু’টি বিষয়ের উপর:

এক. আমাদের জিহাদের সামর্থ্য নেই। কাজেই আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। জিহাদ যেহেতু ফরয নয় ই’দাদও ফরয নয়।

দুই. জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করে হজ্বের বিধানকে জিহাদের উপর ফিট করা।

সংক্ষেপ কথায় এই সংশয় নিরসনকল্পে বলবো:

সামর্থ্য আছে কি নাই তা নির্ধারণ করবে শরীয়ত। শরীয়ত যাকে সামর্থ্যবান বলবে সেই সামর্থ্যবান, যদিও সে নিজেকে সামর্থ্যহীন মনে করে।

আমরা দেখি, শরীয়তসম্মত ওজর থেকে মুক্ত প্রত্যেক বালেগ পুরুষকে শরীয়ত সামর্থ্যবান বলে ধরেছে। [ওজরের আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ!] অতএব, শরীয়তসম্মত ওজরবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সকল বালেগ পুরুষের উপর জিহাদ ফরয।

দ্বিতীয়ত: জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। জিহাদ হজ্বের মত নয়; বরং জিহাদ –

১.ঋণের মত। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির উপর ঋণ পরিশোধ করা ফরয। যদি এই মূহুর্তে পূর্ণ ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকে তাহলে এখন যতটুকু পারে পরিশোধ করবে, কিন্তু বাকি ঋণ তার যিম্মায় থেকে যাবে। এই বাকি ঋণ পরিশোধের জন্য এখন তার উপর উপার্জন করা ফরয। সামর্থ্য নেই বাহানা ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই। তদ্রূপ জিহাদ ঋণের মতো যিম্মায় থেকে যাবে। ই’দাদ করে সামর্থ্য হাসিল করে জিহাদ করতে হবে। সামর্থ্য নেই বাহানা ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই।

২. নিজের জীবন বাঁচানো ফরয। কাজেই জীবন বাঁচে পরিমাণ খানা খাওয়া ফরয। খাদ্য সংকটে পতিত ক্ষুধায় জীবনের আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য খানা খেয়ে জীবন রক্ষা করা ফরয। এখন যদি তার কাছে খানা না থাকে,

তাহলে যদি সে উপার্জন করতে সক্ষম হয় তবে উপার্জন করে খানা হাসিল করে খেয়ে জীবন বাঁচানো ফরয। যদি উপার্জন করতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্যের কাছে সওয়াল করতে হবে। যদি খানা নেই বাহানায় বসে থেকে মারা যায় তাহলে গুনাহগার হবে। 'খানা ছিল না' এই ওজর ধর্তব্য হবে না। জিহাদের বিষয়টাও এমনি। ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের রক্ষা করা এবং কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া ফরয। আর তা জিহাদ ছাড়া সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে এখনই জিহাদে নেমে যেতে হবে। আর সামর্থ্য না থাকলে সাধ্যমত সামর্থ্য অর্জন করে জিহাদে নামতে হবে। বসে থাকার সুযোগ নেই।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার কিছুটা বিশদ আলোচনায় আসা যাক।

সামর্থ্যের আলোচনা:

শরীয়ত দুই শ্রেণীর উপর জিহাদ ফরয করেনি:

১. নাবালেগ। কেননা নাবালেগ বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার উপর শরীয়তের হুকুম–আহকাম পালনের দায়িত্ব আসে না।

২. মহিলা। কেননা, মহিলাদের শারীরিক গঠন জিহাদের উপযোগী নয়।

তবে শর্ত সাপেক্ষে তারাও যুদ্ধে বের হতে পারবে।

নাবালেগ ও মহিলা ব্যতীত শরয়ী ওজরমুক্ত বাকি সকল বালেগ পুরুষের উপর শরীয়ত জিহাদ ফরয করেছে।

জিহাদের সামর্থ্য দুই প্রকার:

১. জিহাদ বিন নফস-সশরীরে যুদ্ধ করার সামর্থ্য।

২. জিহাদ বিল মাল-জিহাদের কাজে মাল ব্যয় করার সামর্থ্য।

যে উভয়টার সামর্থ্য রাখে তার জন্য উভয়টা ফরয, যে একটার সামর্থ্য রাখে তার জন্য ঐটাই ফরয।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

وقوله: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا، فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو به، كما أن من له قوة وجلد، وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه، وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه، ومن قوي على القتال، وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال، ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله بقوله: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله} .اه

"আল্লাহ তাআলার বাণী- (আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর)। আল্লাহ তাআলা মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করা ফরয করেছেন। যার মাল আছে কিন্তু সে অসুস্থ কিংবা পঙ্গু বা দুর্বল, যার ফলে সে কিতাল করার সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য মাল দিয়ে জিহাদ করা ফরয। তা এভাবে যে, সে অন্যকে মাল দিয়ে দেবে। ঐ ব্যক্তি এ মাল দিয়ে যুদ্ধ করবে। আর যার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আছে এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম, সে যদি সম্পদশালী এবং প্রাচুর্যের অধিকারী নাও হয়, তবুও জিহাদে পৌঁছার মত খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধে শরীক হতে হবে। যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তার মালও আছে, তাকে জান ও

মাল উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আর যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও নেই, তার জন্য 'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা'র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: (দুর্বল লোকদের জিহাদে না যাওয়াতে কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়।)"

[আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله فى أصح قولى العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد فان الله أمر بالجهاد بالمال والنفس فى غير موضع من القرآن وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبى صلى الله عليه و سلم اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه فى الصحيحن فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن.اه

"বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: শারীরিকভাবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিকে তার মাল দিয়ে জিহাদ করতে হবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ রহ. এরও একই মত। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক স্থানে মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এও বলেছেন: (তোমরা তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: (যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ দেই, তার যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায় ততটুকু আদায় কর)। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহাইনে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি শারীরিক জিহাদে অক্ষম তার থেকে মালের জিহাদ মাফ হয়ে যাবে না। যেমন মাল দিয়ে যে জিহাদ করতে অক্ষম তার থেকে শারীরিক জিহাদ মাফ হয়ে যায় না।"

[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৮৭]

তিনি আরোও বলেন:

فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله ففى الصحيحين عن النبى انه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى اهله بخير فقد غزا ومن كان قادرا ببدنه وهو فقير فليأخذ من اموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان المأخوذ زكاة او صلة او من بيت المال او غير ذلك . اه

"যার মাল আছে কিন্তু সে শারীরিকভাবে জিহাদ করতে অক্ষম, সে মাল দিয়ে জিহাদ করবে। সহীহাইনে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে: 'যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে (মাল দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত করে দিল সেও যুদ্ধ করল। যে (মুজাহিদ যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর) তার পরিবারকে উত্তমরূপে দেখা-শোনা করল সেও যুদ্ধ করল'।

আর যে শারীরিকভাবে সক্ষম কিন্তু গরীব, সে যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ অন্যান্য মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করবে। চাই উক্ত সম্পদ যাকাত হোক, দান হোক, বাইতুল মাল থেকে হোক বা অন্য কোন সম্পদ হোক।"

[মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ২৮/৪২১]

অতএব,

- যে শারীরিকভাবে যুদ্ধ করতেও সক্ষম, জিহাদে মাল দিতেও সক্ষম, তার জন্য শারীরিকভাবে যুদ্ধ করা এবং জিহাদে মাল দেয়া উভয়টাই ফরয।
- যে শুধু মাল দিয়ে সহায়তা করতে সক্ষম, শারীরিকভাবে যুদ্ধ করতে অক্ষম, তার জন্য মাল দিয়ে সহায়তা করা ফরয।
- যে যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু মাল দিতে সক্ষম নয়, তার জন্য শারীরিকভাবে যুদ্ধে শরীক হওয়া ফরয।
- যে যুদ্ধেও সক্ষম নয়, মাল দিয়ে সহায়তা করতেও সমর্থ্য নয়, সে পরিপূর্ণই মা’যুর। তার জন্য ‘আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি’-‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা’ ফরয। কল্যাণকামিতা কীভাবে হবে তা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মা’যুর-সামর্থ্যহীন কারা?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

“যে মুসলিমগণ কোনও ওজর না থাকা সত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।”

[সূরা নিসা: ৯৫]

অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ যখন ফরযে কিফায়া থাকে তখন জিহাদে সক্ষমদের মধ্যে যারা জিহাদে বের হয় তাদের মর্যাদা, যারা বের হয় না তাদের চেয়ে বেশী। আর যারা মা’যুর-জিহাদে সক্ষম নয় তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

এখানে কোন্ কোন্ ওজর থাকলে ব্যক্তি মা’যুর গণ্য হবে, ফলে তাদের উপর জিহাদ ফরয থাকবে না, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে তা আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

“(যুদ্ধ না করাতে) অন্ধ ব্যক্তির জন্য কোন গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই।”

[সূরা ফাতহ: ১৭]

এখানে তিন শ্রেণীর মা’যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

১. অন্ধ।

২. খোঁড়া।

৩. রুগ্ন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (٩٢)

"দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সৎলোকদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন – এই আশায় তারা আপনার নিকট আসল আর আপনি তাদেরকে বললেন, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।"

[সূরা তাওবা: ৯১-৯২]

এখানে আরোও দুই শ্রেণীর মা'যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

১. দুর্বল।

২. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি।

এই দুই আয়াত সহ অন্যান্য আয়াত, হাদিস ও শরীয়তের উসূল-মূলনীতির আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিকে মা'যুর বলে গণ্য করেছেন:

১. অন্ধ।

২. খোঁড়া।

৩. অত্যধিক রুগ্ন।

৪. অতিশয় দুর্বল।

৫. অতি বৃদ্ধ।

৬. পঙ্গু।

৭. যার হাত নেই।

৮. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, এসকল ব্যক্তি তখনই মা'যুর বলে গণ্য হবে যখন এসব ওজর এমন পর্যায়ের হবে যে, তাদের পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভবপর নয়।

অতএব,

- কিছুটা ঝাপসা দেখে;
- সামান্য খোঁড়া, কিন্তু যুদ্ধ করতে সক্ষম;

- হালকা অসুস্থ;
- কিছুটা দুর্বল;
- বৃদ্ধ, তবে অতি বৃদ্ধ নয়। যুদ্ধে সক্ষম;
- হস্ত-পদ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিছুটা সমস্যা আছে, তবে তা যুদ্ধের একবারে প্রতিকূল নয়;
- গরীব, তবে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং খরচ বহন করার মত সামর্থ্য আছে। কিংবা বাইতুল মাল থেকে তাকে জিহাদের খরচ দেয়া হচ্ছে বা অন্য কেউ তার খরচ বহন করছে;

এমনসব ব্যক্তি মা'যুর নয়। পরিপূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির উপর যেমন সশস্ত্র জিহাদ ফরয, তাদের উপরও তেমনি ফরয। [দেখুন: বাদায়িউস সানায়ে': ৬/৫৮-৫৯, ফাতাওয়া শামী: ৬/২০১-২০৫, আল-মুগনী (ইবনে কুদামা): ১০/৩৬৭]

[বি.দ্র. বর্তমান যামানার জিহাদের ত্বরীকা ভিন্ন:]

আগের যামানায় জিহাদের জন্য সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পার হয়ে কাফেরদের দেশে যেতে হতো, যার সামর্থ্য সকলের থাকত না। বর্তমান যামানায় জিহাদের জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে হয় না। অনেকের নিজ দেশেই জিহাদের কাজ চলছে। বর্তমানে বরং অনেকের জন্য নিজ ঘরে থেকেই জিহাদের চলমান কাজে শরীক হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশগুলোর মত দেশে এমন মানুষ পাওয়াই যাবে না, যে অর্থ-কড়ির অভাবে জিহাদে শরীক হতে পারছে না। বরং বাস্তব হচ্ছে জিহাদের জন্য বার বার দাওয়াত দেয়ার পরেও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এরা কখনোই মা'যুর নয়।]

কয়েকটা প্রশ্ন:

- যারা লাখ লাখ টাকা খরচ করে বার বার নফল হজ্ব করতে পারছে তারা কি মা'যুর?
- যারা আলীশান বাড়ি কিনতে পারছে তারা কি মা'যুর?
- যাদের ফ্লাট-বাসা দৃষ্টিনন্দন ফার্নিচারে পরিপূর্ণ তারা কি মা'যুর?
- যারা নিজস্ব প্রাইভেটকারে চলাচল করে তারা কি মা'যুর?
- যারা এ.সি ছাড়া চলতে পারে না তারা কি মা'যুর?
- যারা বাৎসরিক একটামাত্র মাহফিলে ১০-২০লাখ টাকা খরচ করতে পারে তারা কি মা'যুর?
- যারা তাদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ১০-২০ ডেগ বিরানী পাক করতে পারে তারা কি মা'যুর?
- যাদের তিন ছেলে বিদেশ থাকে তারা কি মা'যুর?
- যাদের ট্রাভেলস এজেন্সি আছে তারা কি মা'যুর?
- যাদের বড় বড় ব্যবসায়িক লাইব্রেরী আছে তারা কি মা'যুর?
- যারা ইন্ডাস্ট্রির মালিক-শিল্পপতি তারা কি মা'যুর?
- যারা অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন, অতিশয় দুর্বল, অতি বৃদ্ধ, পঙ্গু বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন নয় তারা কি মা'যুর?

মুসলিম উম্মাহর এই কঠিন দুর্দিনে যারা নিজেরাও জিহাদে বের হয় না, জিহাদের কাজে দশ টাকা খরচও করে না, আবার বুলি আওড়ায়: 'আমরা দুর্বল', 'আমরা মা'যুর', অথচ তাদের অবস্থা হলো যা উপরে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কি আসলেই মা'যুর?

আশা করি উত্তর আপনাদের কাছে অস্পষ্ট নয়।

মা'যুর ব্যক্তিদের দায়িত্ব কী কী?

পূর্বোক্ত মা'যুর ব্যক্তিগণ যারা ওযরের কারণে জিহাদে যেতে পারেনি, জিহাদের দায়িত্বমুক্তির জন্য তাদের জন্য দু'টি জিনিস আবশ্যক:

১. 'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা'।

২. ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা।

যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (٩٢)

"দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সত্যনিষ্ঠ লোকদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন – এই আশায় তারা আপনার নিকট আসল আর আপনি তাদেরকে বললেন, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।"

[সূরা তাওবা: ৯১-৯২]

'আননুসহু- কল্যাণকামিতা' এবং 'ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা' কাকে বলে?

- 'আন-নুসহ ' বা 'আন-নসীহা' বলা হয়: কোন জিনিসকে খালেছ, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল করা।

এখান থেকেই বলা হয়: 'তাওবায়ে নাসূহা'-খালেছ দিলে বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল ও আন্তরিক তাওবা।

- 'ইহসান' বলা হয়: কোন কিছুকে সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদন করা, উত্তম ও সত্যনিষ্ঠ আচরণ করা।

অতএব, মা'যুর ব্যক্তিরা তখনই মুক্তি পাবে যখন তাদের আচরণ থেকে বুঝা যাবে যে, তারা জিহাদের প্রতি আন্তরিক; জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণকামী; জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি তাদের বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, একনিষ্ঠ ও খালেছ মুহাব্বাত রয়েছে। আর তা শুধু মুখে দাবি করলেই হবে না, তাদের আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ হতে হবে।

যেসব আচরণ থেকে 'আননুসহু-কল্যাণকামিতা' এবং 'ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা'বুঝা যাবে:

- ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

وكان عذر هؤلاء ومدحهم بشريطة النصح لله ورسوله; لأن من تخلف منهم وهو غير ناصح لله ورسوله بل يريد التضريب والسعي في إفساد قلوب من بالمدينة لكان مذموما مستحقا للعقاب. ومن النصح لله تعالى حث المسلمين على الجهاد وترغيبهم فيه والسعي في إصلاح ذات بينهم ونحوه مما يعود بالنفع على الدين، ويكون مع ذلك مخلصا لعمله من الغش; لأن ذلك هو النصح، ومنه التوبة النصوح. اهـ

“তাদের ওজর কবুল করা হবে এবং তারা প্রসংশিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতার শর্তে। কেননা, তাদের মধ্য থেকে যে জিহাদ থেকে পেছনে রয়ে গেল, কিন্তু সে কল্যাণকামী নয়, বরং সে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায়, শহরস্ত লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালায়, সে তিরস্কৃত হবে, শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

আর আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত: মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা, তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া, তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো। এছাড়াও এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে তাকে কপটতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা, প্রকৃত কল্যাণকামিতা একেই বলে। আর এ থেকেই বলা হয়: ‘তাওবায়ে নাসূহা’-আন্তরিক ও খালেছ তাওবা।]

[আহকামুল কুরআন: ৩/১৮৬]

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক কয়েকটি আমল পাওয়া গেল:

১. মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা, তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া।

২. তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো।

৩. এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়।

সাথে সাথে শর্ত হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কপটতা থেকে মুক্ত থাকা।

কল্যাণকামিতার বিপরীত কয়েকটা আমলও পাওয়া গেল:

১. বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চাওয়া।

২. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালানো।

৩. কপটতার সাথে সাথে কাজ করা।

➢ ইমাম রাজী রহ. বলেন:

قوله : { إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف ، وعن إثارة الفتن ، وسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين الذين سافروا ، إما بأن يقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم ، وإما بأن يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم ، فإن جملة هذه الأمور جارية مجرى الإعانة على الجهاد .اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী: (যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়) এর অর্থ: তারা শহরে অবস্থানকালে গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে এবং ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকবে। যেসব মুজাহিদ জিহাদে গিয়েছে তাদের উপকার করার চেষ্টা চালাবে। তা হতে পারে তাদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে, কিংবা তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে। কেননা, এই সবগুলো বিষয় জিহাদে সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।]

[তাফসীরে রাজী: ৮/১১৯]

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরও কয়েকটি আমল পাওয়া গেল:

৪. শহরে অবস্থানকালে গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।

৫. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।

৬. মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা।

৭. তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা।

➢ **ইবনে কাসীর রহ. বলেন:**

فليس على هؤلاء حَرَج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم يُثَبِّطوهم، وهم محسنون في حالهم هذا.اهـ

"জিহাদ থেকে বসে থাকার হালতে তাদের কোন গুনাহ হবে না যদি তারা কল্যাণকামী হয়, লোকদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র না করে, তাদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। সাথে সাথে যদি তারা তাদের এ অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ হয়।"

[তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৯৮]

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল:

৮. লোকদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে।

➢ ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন:

(إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه.اهـ

"(যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়) অর্থাৎ হক-সত্যকে জানে, সত্যপথের পথিকদেরকে মুহাব্বাত করে এবং সত্যের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।"

[তাফসীরে কুরতুবী: ৮/২২৬]

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরও কয়েকটি আমল পাওয়া গেল:

৯. হক জানা। (বর্তমানে কাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হক তা জানা এর অন্তর্ভুক্ত।)

১০. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা।

১১. তাদের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

➢ আল্লামা সা'দী রহ. বলেন:

{ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ } أي: لا يجدون زادا، ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد.اهـ

"(আর সেই সব লোকেরও কোন গুনাহ নেই যারা খরচ করার মত কিছু পায় না) অর্থাৎ সফরে খরচ করার মত তোষা বা বাহন কোনটাই তারা পায় না। এসব লোকের কোন গুনাহ নেই। তবে শর্ত হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হতে হবে। আর তা এভাবে হবে যে, তারা তাদের ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হবে, তাদের নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। আর এখন তাদের সামর্থ্যে যা আছে তা করে যাবে। অর্থাৎ লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ ও তারগীব দেবে। তাদেরকে জিহাদের প্রতি দৃঢ়চিত্ত এবং সাহসী করে তোলবে।"
[তাফসীরে সা'দী: ৩৪৭]

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল:

১২. নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখবে যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে।

- আলূসী রহ. বলেন:

يتعهدوا أمورهم وأهلهم وإيصال خبرهم إليهم ولا يكونوا كالمنافقين الذين يشيعون الأراجيف إذا تخلفوا .اهـ

"মুজাহিদদের এবং তাদের পরিবার পরিজনের বিষয়াদী দেখাশুনা করবে। তাদের খবরাখবর তাদের নিকট পৌঁছে দেবে। মুনাফেকদের মত বসে থেকে গুজব ও মিথ্যা খবরাখবর ছড়াবে না।"
[রুহুল মা'আনী: ৭/৩২৯]

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল:

১৩. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখাশুনা করা।

মুফাসসিরীনে কেরামের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে আমরা কল্যাণকামিতার পরিচায়ক নিম্নোক্ত পনেরটি বিষয় পেলাম:

১. হক জিহাদ কোনটি তা জানা।
২. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা।
৩. তাদের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা।
৪. পাকা-পোক্তা নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে।
৫. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখাশুনা করা।
৬. মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা।
৭. তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা।
৮. মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া। জিহাদের প্রতি তাদেরকে দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী করে তোলা।
৯. তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো।

১০. এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয় সেগুলো করা।

১১. গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।

১২. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।

১৩. বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা।

১৪. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা না করা।

১৫. কাউকে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহী না করা।

কোন মা’যুর ব্যক্তি যখন ইখলাছের সাথে উপরোল্লিখিত কাজগুলোর এবং এজাতীয় অন্যান্য কাজের যেগুলো করার করবে এবং যেগুলো বর্জন করার বর্জন করবে, তখন তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী বলে ধরা হবে। সে জিহাদে না বের হতে পারা সত্ত্বেও জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে বলে ধরা হবে। পক্ষান্তরে যদি করণীয় কাজগুলো না করে বা বর্জনীয় কাজগুলো বর্জন না করে তাহলে সে জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে বলে ধরা হবে না, বরং গুনাহগার এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে।

আমাদের সমাজের অবস্থা কী?

এবার যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকাই তাহলে কী দেখতে পাবো? যারা জিহাদের সুস্পষ্ট বিরোধীতা করছে তাদের কথা তো বাদই, বাকি যারা নিজেদেরকে জিহাদের পক্ষালম্বী বলে দাবি করে তারা কি আসলেই জিহাদের দায়িত্বগুলো আদায় করছে?

উপরোক্ত কাজ যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো তো মা’যুরের ক্ষেত্রে। যারা সুস্থ-সবল, সম্পদশালী তারা কি মা’যুরের এ কাজগুলোও করে যাচ্ছে? তাহলে তারা কীভাবে জিহাদের ফরয আদায় করছে বলে দাবি করে?? কীভাবে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পেয়ে যাবে বলে আশা করে??

আমাদের নিজেদের অবস্থা কী?

আমরা নিজেরাও কি জিহাদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব আদায় করছি? অন্যের সমালোচনার পাশাপাশি আমাদের নিজেদের ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখার দরকার, আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথ আদায় করছি কি’না? না’কি আমাদেরকেও আল্লাহ তাআলার দরবারে আটকা পড়ে যেতে হবে?

কাফেরদের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়লে কী করণীয়?

‘ই’দাদ ফরয নয়’ পন্থিদের আসল প্রশ্ন হচ্ছে, ‘মেনে নিলাম আমরা মা’যুর নই, আমাদের উপর জিহাদ ফরয, কিন্তু আমরা তো কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই!! কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় আমাদের তো কিছুই নেই!!’

উত্তর:

‘আমরা সক্ষম নই’ কথাটি সঠিক নয়। আমরা জিহাদের ময়দান ছেড়ে নিজ নিজ মাসলাহাতে ব্যস্ত আছি। শয়তান ও তার দোস্তরা কাফেরদের শক্তিকে আমাদের সামনে বড় করে দেখিয়েছে। ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার

পর আল্লাহ তাআলার যে মদদ আসে তা আমরা ভুলে গেছি। এ কারণে আমরা সক্ষম নই বলে মনে হচ্ছে। আফগান জিহাদ আমাদের সামনে আছে। রাশিয়ার লাল কুত্তারা কীভাবে আফগান ছেড়ে পালিয়েছে তা আমাদের সামনে আছে। আমেরিকার নেতৃত্বে সারা দুনিয়ার কুফরী শক্তি আফগানে চড়াও হয়েছিল। গুটি কয়েক মুজাহিদের সামনে যামানার সুপার পাওয়ার কীভাবে পর্যদুস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে তা আমাদের সামনে আছে।

অতএব, আমাদের শক্তি নেই কথাটা সঠিক নয়। সারা দুনিয়ার মুসলমান যদি আল্লাহ তাআলার আদেশানুযায়ী নিজেদের জান-মাল কুরবান দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে এদের সামনে দুনিয়ার কুফরী শক্তি দু'দিনও টিকতে পারবে না।

অধিকন্তু যদি মেনেও নেই আমরা কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই, তাহলে এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী? ঘরে বসে থাকা? যদি আমরা সত্যিই শরীয়তের অনুসরণের দাবিদার হয়ে থাকি তাহলে শরীয়ত যা বলে, শরীয়তের কর্ণধার আমাদের মুজতাহিদ আইম্মায়ে কেরাম যা বলেন, আমরা তাই মেনে নিতে বাধ্য।

মোকাবেলায় অক্ষমতার দুই সূরত:

কাফেরদের মোকাবেলায় টিকতে না পারার দুই সূরত হতে পারে:

এক) যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সামনে টিকতে না পারা।

দুই) যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে মনে হওয়া: আমরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই তাহলে আমরা জয়ী হতে পারবো না। তাদের শক্তির সামনে আমরা টিকতে পারবো না।

এই দুই অবস্থার কোনটায় শরীয়তের বিধান কী?

যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সামনে টিকতে না পারলে কী করণীয়?

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যদি কোন মুজাহিদ বা কোন জিহাদী দল কাফেরদের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পারে, বরং তাদের আশংকা হয় যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে তাদের করণীয় কী?

তাদের করণীয় হলো:

১. যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন করবে। কাফেরদেরকে দেখাবে যে, তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবে তাদের উদ্দেশ্য থাকবে অন্যদিক থেকে ঘুরে এসে আক্রমণ করা। অতএব, এটা মূলত পলায়ন নয়।

২. কিংবা শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় হামলা করার নিয়তে ময়দান ছেড়ে অন্য মুসলমানদের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেবে। তবে এটা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো, ময়দান ছেড়ে মুসলমানদের এমন জামাআতের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে। শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় কাফেরদের উপর হামলা করতে পারবে। যুদ্ধ পরিত্যাগ করার নিয়তে ময়দান ছেড়ে পালানো এবং এমন মুসলমানদের নিকট আশ্রয় নেয়া জায়েয হবে না যাদের কাছে গেলে শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় হামলা করার মতো নুসরাত পাওয়া যাবে না।

মোট কথা, যুদ্ধ ছেড়ে বসে থাকার কোন সূরত নেই। হয়তো ময়দানেই মোড় পরিবর্তন করে হামলা করবে, নতুবা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে হামলা করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ময়দান ত্যাগ করবে।

এ দুইটার কোনটা না করে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ। যার কারণে ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)

“হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা। এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।”

[সূরা আনফাল: ১৫-১৬]

বুখারী শরীফে এসেছে:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় থেকে বাঁচ --- সেগুলোর মধ্য থেকে একটার কথা বলেন: কাফেররা যেদিন চড়াও হয়ে আসে সেদিন যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো।”

[সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৬৬]

৩. উপরোল্লিখিত দু'টি বিষয় জায়েয। মুজাহিদগণ যদি ময়দান ত্যাগ না করে যুদ্ধ চালিয়ে যান, এমনকি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান, তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট তা অত্যন্ত পছন্দনীয়। যেমনটা উহুদের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থাকা গুটিকয়েক সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে তাদের প্রসংশা করেছেন। অতএব, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পলায়ন না করে দ্বীনের জন্য জীবন দিয়ে দেয়া আত্মহত্যা নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের এক অনুপম ত্বরীকা।

দলীল-প্রমাণ ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য:

এবার যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে করণীয় তিনটির দলীল সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব এবং এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত: কৌশল পরিবর্তনের দলীল:

আল্লাহ তাআলার বাণী:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)

"হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা। এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।"
[সূরা আনফাল: ১৫-১৬]
আয়াতের إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَال (তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে) অংশ থেকে বিষয়টা স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত: ময়দান ত্যাগ জায়েয হওয়ার দলীল:

১. সূরা আনফালের উল্লিখিত আয়াত।
আয়াতের أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ (অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়) অংশ এর দলীল।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত 'আবু দাউদ' ও 'তিরমিযী' শরীফের হাদিস।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নজদের দিকে) একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা শত্রুদের সামনে টিকতে না পেরে ময়দান ছেড়ে চলে আসে। তারা মনে করেছিলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের কারণে তারা আয়াতে বর্ণিত শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নিয়ে ফিরেছেন। এ কারণে এসে প্রথমে লজ্জায় মদীনায় লুকিয়ে থাকেন। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির হয়ে আরজ করেন:

يا رسول الله نحن الفرارون

[ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারা তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

بل أنتم العكارون وأنا فئتكم

[না তোমরা পালিয়ে আসনি। বরং তোমরা পুনর্বার যুদ্ধে যেতে নুসরতের জন্য এসেছ। আমি তোমাদের সাহায্যকারী।]
(জামে তিরমিযী, হাদিস নং: ১৭৭০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৬৪৭)

অর্থাৎ যেহেতু আমার কাছে এসে তোমরা যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতি নেবে, এ কারণে তোমাদের ময়দান ত্যাগ যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন বলে গণ্য হবে না। আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. এর ব্যাখ্যা থেকেও বিষয়টা বুঝে আসে। তিনি হাদিসটি বর্ণনা করার পর العكار শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন:

والعكار الذى يفر إلى أمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف.اه

[العكار বলা হয়, যে ব্যক্তি পলায়ন করে তার ইমামের কাছে চলে আসে যেন ইমাম তাকে নুসরত করেন। যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো তার উদ্দেশ্য নয়।]

হাদিসটির সনদ: ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। তবে সনদে 'ইয়াযিদ ইবনে আবি যিয়াদ' নামক একজন রাবী আছে, যার ছিকাহ হওয়ার ব্যাপার মন্তব্য আছে।
তবে ফুকাহায়ে কেরাম হাদিসটিকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় 'ইয়াযিদ ইবনে আবি যিয়াদ' এর ব্যাপারে মন্তব্য থাকলেও এ কারণে হাদিসটি এত দুর্বল হয়ে যায়নি যে, একে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী রহ.ও হাদিসটিকে একটি দলীল হিসেবেই উল্লেখ করেছেন এবং একে 'হাসান' বলেছেন।

৩. হযরত আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী রহ. এর নেতৃত্বে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক যুদ্ধে বাহিনী পাঠান। তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান তবুও ময়দান ত্যাগ করতে রাজি হননি। এ খবর হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন,'আল্লাহ তাআলা আবু উবায়দের উপর রহম করুন। তিনি ময়দান ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে তো আমি তাঁর সাহায্যকারী হতাম।'

এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী যখন ময়দান ছেড়ে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে আসে তখন তিনি তাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করেননি বরং বলেন, 'আমি তোমাদের সাহায্যকারী'।

অর্থাৎ যেহেতু আমার কাছে এসে তোমরা যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতি নেবে, এ জন্য তোমাদের ময়দান ত্যাগ যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন বলে গণ্য হবে না । আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এ ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

বি.দ্র.পলায়ন জায়েয হওয়ার শর্ত: পুনর্বার যুদ্ধে যাবার নিয়ত রাখা

আয়াতে যে বলা হয়েছে, أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ (অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়), এখানে فِئَةٍ দ্বারা মুসলমানদের এমন জামাআত উদ্দেশ্য যাদের কাছে গেলে নুসরত পাওয়া যাবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পুনর্বার আক্রমণ করা যাবে। অতএব, যুদ্ধ পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে পলায়ন জায়েয নেই। তদ্রূপ এমন জামাআতের কাছেও যাওয়া যাবে না যাদের কাছে গেলে যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতির নুসরত পাওয়া যাবে না।
এ কারণেই ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: (না তোমরা পালিয়ে আসনি। বরং তোমরা পুনর্বার যুদ্ধে যেতে নুসরতের জন্য এসেছ। আমি তোমাদের সাহায্যকারী।)
অর্থাৎ আমার কাছে আসাটা যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন নয়, বরং যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতির জন্য প্রত্যাবর্তন।
আবু উবায়দ রহ. এর ঘটনাতেও হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটাই বলেছেন, ('আল্লাহ তাআলা আবু উবায়দের উপর রহম করুন। তিনি ময়দান ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে তো আমি তাঁর সাহায্যকারী হতাম।')
অর্থাৎ 'এমতাবস্থায় ময়দান ছেড়ে আসলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তার উপর আপতিত হতো না। কেননা, আমি তাকে সাহায্য করতাম। আমার সাহায্য নিয়ে তিনি আবার যুদ্ধে যেতে পারতেন।'

এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী যখন ময়দান ছেড়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে আসে তখন তিনি তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেন, ('আমি তোমাদের সাহায্যকারী'।)
অর্থাৎ: 'এ কারণেই তোমাদের ময়দান ত্যাগ করাটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না, যেহেতু তোমরা আমার সাহায্য নিয়ে আবার যুদ্ধে যাবে।'

তৃতীয়ত: শাহাদাত পর্যন্ত টিকে থাকা জায়েয ও প্রশংসনীয় হওয়ার দলীল:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে দশজন সাহাবীর একটা সারিয়্যা পাঠান। পথে 'বনু লিহইয়ান' গোত্রের কাফেররা টের পেয়ে যায়। তাদের একশো জনের মত একটা তীরন্দাজ বাহিনী তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে। তাঁরা অপারগ হয়ে একটা পাহাড়ে উঠে যান। কাফেররা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, আত্মসমর্পণ করলে তারা তাঁদের কাউকে হত্যা করবে না। তিনজন সাহাবী তাদের প্রতিশ্রুতি মতো আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কাফেররা তাঁকে তার সাত সাথী সহ শহীদ করে দেয়।

মক্কার কুরাইশরা আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কথা শুনে তাঁর হত্যার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর দেহের কোন অংশ নিয়ে যেতে লোক পাঠায়। আল্লাহ তাআলা হযরত আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহকে হেফাজতের জন্য এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠান, যেগুলো তাঁকে মেঘের মত ছায়া দিয়ে রাখে। এতে ভয়ে কাফেররা তাঁর কাছে পৌঁছতে সাহস করেনি।

এখানে নিরস্ত্র সাতজন ব্যক্তি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কাফেরদের হাতে আত্মসমর্পণের অপমান মেনে নিতে পারেননি । তাঁদের এ কাজকে নাজায়েয বলা তো দূরের কথা, উল্টো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দার দেহকে হেফাযত করার জন্য মৌমাছির ঝাঁক পাঠিয়েছেন।
[বিস্তারিত দেখুন: বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাগাযী এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে।]

২. উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজত করতে গিয়ে একদল সাহাবী নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা প্রশংসিত হয়েছেন এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও লড়ে যাওয়া আত্মহত্যা নয়; আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের অনুপম মাধ্যম। বিষয়টি অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। নমুনাস্বরূপ কয়েকটা উল্লেখ করা হল।

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য:

১. আল্লামা কাসানী রহ. (মৃত্যু: ৫৮৭হি.) এর বক্তব্য:

(فصل) : وأما بيان من يفترض عليه فنقول إنه لا يفترض إلا على القادر عليه فمن لا قدرة له لا جهاد عليه ؛ لأن الجهاد بذل الجهد ، وهو الوسع والطاقة بالقتال ، أو المبالغة في عمل القتال ، ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع والعمل ... وعلى هذا الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به ، وخافوهم أن يقتلوهم ، فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم ،

والحكم في هذا الباب لغالب الرأي ، وأكبر الظن دون العدد ، فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات ، وإن كانوا أقل عددا منهم ، وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ؛ ليستعينوا بهم ، وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة ، وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سلاح ، أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح ، لا بأس أن يولي دبره متحيزا إلى فئة والأصل فيه : قوله - تبارك وتعالى - { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير } الله - عز شأنه - نهى المؤمنين عن تولية الأدبار عاما بقوله - تبارك وتعالى - { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار } وأوعد عليهم بقوله - سبحانه وتعالى - { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله } الآية ؛ لأن في الكلام تقديما وتأخيرا معناه والله - سبحانه وتعالى - أعلم { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله } ثم استثنى - سبحانه وتعالى - ومن يولي دبره لجهة مخصوصة فقال - عز من قائل - { إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة } والاستثناء من الحظر إباحة ، فكان المحظور تولية مخصوصة ، وهي أن يولي دبره غير متحرف لقتال ، ولا متحيز إلى فئة فبقيت التولية إلى جهة التحرف والتحيز مستثناة من الحظر ، فلا تكون محظورة.اه

"পরিচ্ছেদ: (জিহাদ কার উপর ফরয) তার বর্ণনা।

এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, জিহাদ কেবল সামর্থ্যবানদের উপরই ফরয। যার সামর্থ্য নেই তার উপর জিহাদ ফরয নয়। কেননা জিহাদ হচ্ছে, 'কিতালের মাধ্যমে নিজের শক্তি ও সাধ্য-সামর্থ্য ব্যয় করা।' যার সামর্থ্যই নেই সে ব্যয় করবে কোথা থেকে?

এই মূলনীতি অনুযায়ী: যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের এমন এক বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য তাদের নেই, বরং তাদের আশংকা হচ্ছে, মুশরেকরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে- তাহলে তারা মুসলমানদের কোন শহরে বা অন্য কোন মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধে নেই।

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে 'গালেবে জন্ ও আকবারুর রায়' তথা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে। সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। মুজাহিদদের যদি প্রবল ধারণা হয়, তারা তাদের মোকাবেলা করতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য যুদ্ধে অটল থাকা আবশ্যক। যদিও তারা সংখ্যায় কাফেরদের চেয়ে কম হয়।

পক্ষান্তরে প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, তারা পরাজিত হয়ে যাবে- তাহলে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধে নেই। তাদের সংখ্যা যদি কাফেরদের তুলনায় বেশিও হয়, তবুও এমতাবস্থায় তাদের জন্য সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেয়া জায়েয হবে।

তদ্রূপ নিরস্ত্র কোন মুজাহিদ এক বা একাধিক সশস্ত্র কাফের সৈন্য থেকে পলায়ন করে মুসলমানদের নিকট গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে।

এর দলীল আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার এই বাণী:

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

(তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে পলায়ন করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা। এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।)

আল্লাহ আযযা শানুহু তার নিম্নোক্ত বাণীতে সব ধরণের পলায়নের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

(হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না।)
নিম্নোক্ত বাণীতে পলায়নের ফলশ্রুতিতে তাদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন:

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

(যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে)

কেননা, আয়াতে কারীমাতে বালাগাত-অলংকার শাস্ত্রের 'তাকদীম ওয়া তা'খীর'-'আগের অংশ পরে এবং পরের অংশ আগে উল্লেখ করা'র নীতি ব্যবহার করা হয়েছে।
এ হিসেবে – আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তার কালামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাল অবগত – আয়াতে কারীমার অর্থ হবে:

{ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله }

(হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে)

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই শাস্তির বিধান থেকে ঐ ব্যক্তিকে বাদ দিয়েছেন যে বিশেষ এক অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেন:

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ

(তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে পলায়ন করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা।)

নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যখন তা থেকে কোন কিছুকে বাদ দেয়া হয়, তখন তা আর নিষিদ্ধ থাকে না, জায়েয হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেল নিষিদ্ধ হচ্ছে বিশেষ ক্ষেত্রের পলায়ন। আর তা হচ্ছে, 'কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কিংবা সাহায্যকারী মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই পলায়ন।' আর 'কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পলায়ন কিংবা সাহায্যকারী মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পলায়ন' নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তা নাজায়েয হবে না।"
[বাদায়িউস সানায়ে': ৬/৫৮-৫৯]
আল্লামা কাসানী রহ. এর বক্তব্য এখানে শেষ হল।

কাসানী রহ. এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে পলায়ন জায়েয। তবে শর্ত হল, পলায়ন হতে হবে পুনর্বার যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে। জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে থাকার উদ্দেশ্যে পলায়ন করলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তার উপর আপতিত হবে।

২. ইমাম জাসসাস রহ. এর বক্তব্য:

সূরা আনফালের পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

إلا متحرفين لقتال، وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم من نحو خروج من مضيق إلى فسحة أو من سعة إلى مضيق أو يكمنوا لعدوهم ونحو ذلك مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب، أو متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلونهم معهم. اهـ

"যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পলায়ন করতে পারবে। আর তা হচ্ছে, শত্রুকে ধোঁকায় ফেলার উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া। যেমন, সংকীর্ণ জায়গা থেকে প্রশস্ত জায়গায় চলে যাওয়া, কিংবা প্রশস্ত স্থান থেকে সংকীর্ণ স্থানে চলে যাওয়া, বা শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য ওৎপেতে লুকিয়ে থাকা। যুদ্ধ পরিত্যাগ ব্যতীত এ জাতীয় যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারবে।

তদ্রূপ মুসলমানদের এমন কোন দলের সাথে গিয়েও মিলিত হতে পারবে, যাদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে বের হবে।"

[আহকামুল কুরআন: ৩/ ৬৪]

জাসসাস রহ. এর বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার, মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে পলায়ন জায়েয। তবে শর্ত হল, পলায়ন হতে হবে পুনর্বার যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে।

তিনি আরো বলেন:

فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة، فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالى... ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "أنا فئة كل مسلم" وقال عمر بن الخطاب لما بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم ينهزم رحم الله أبا عبيد لو انحاز إلي لكنت له فئة فلما رجع إليه أصحاب أبي عبيد قال: "أنا فئة لكم"، ولم يعنفهم. وهذا الحكم عندنا ثابت.اهـ

"মুসলমানদের এমন কোন দলের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে যাদের থেকে নুসরাত পাওয়া যাবে। যদি এমন কোন দলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে না, তাহলে আল্লাহ তাআলার বাণীতে বর্ণিত শাস্তির উপযুক্ত সে হয়ে পড়বে। ...

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

أنا فئة كل مسلم

(আমি প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী।)

আর এ কারণেই ঐতিহাসিক (ইরাক) যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ রহ. যখন পলায়ন না করে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান, তখন হযরত উমার রাদি. বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আবু উবায়দের উপর রহম করুন। তিনি যদি আমার কাছে চলে আসতেন, তাহলে আমি তার সাহায্যকারী হতাম।'

এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাদেরকে বলেন:

أنا فئة لكم

(আমি তোমাদের সাহায্যকারী।)

তিনি তাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করেননি।"

[আহকামুল কুরআন: ৩/৬৩-৬৪]

এখানে (আমি তোমাদের সাহায্যকারী।) কথাটা এ জন্যই বলতে হলো যে, তোমরা যদি এমন কারো কাছে যেতে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে না, তাহলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হতো। যেমনটা আমি পূর্বে বলে এসেছি।

৩. শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. এর বক্তব্য:

والفرار من الزحف من الكبائر على ما قال صلى الله عليه وسلم ... وهذا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة. فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح. وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي. ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن، ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع؟.اه

"যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ, যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। - এরপর তিনি এ প্রসঙ্গে কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন: তবে এ বিধান প্রযোজ্য হবে যখন তাদের সাথে অস্ত্র থাকবে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আর যার কাছে অস্ত্র নেই সে সশস্ত্র দুশমন থেকে পলায়ন করতে কোন অসুবিধে নেই। তদ্রূপ যার কাছে নিক্ষেপনঅস্ত্র নেই সে নিক্ষেপনঅস্ত্রবিশিষ্ট দুশমন থেকে পলায়ন করতেও কোন অসুবিধে নেই। তুমি কি দেখ না, দূর্গের ফটক থেকে কিংবা যেখানে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে বর্ষণ করা হচ্ছে সেখান থেকে পলায়ন করা তার জন্য জায়েয। কেননা, সে ওখানে টিকে থাকতে অক্ষম।"
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/৮৪]

হযরত উমার রাদি. ও হযরত আবু উবায়দ রহ. এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন:

ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو ما لا يطيقهم. اه

"এ থেকে স্পষ্ট, যদি মুসমানদের বিরোদ্ধে এই পরিমাণ দুশমন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যাদেরকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য তাদের নেই, তাহলে পলায়ন করতে কোন অসুবিধে নেই।"
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/ ৮৫]

অক্ষমতার সময়েও পলায়ন না করে লড়ে যাওয়া এবং শাহাদাত পর্যন্ত টিকে থাকা বৈধ ও প্রশংসনীয় হওয়া প্রসঙ্গে বলেন:

ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به.اه

"ময়দানে টিকে থাকতেও কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু কতক লোক এর বিপরীত কথা বলে। তারা বলে, এটা না'কি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। তাদের কথা সঠিক নয়। বরং এ তো হচ্ছে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া। অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এমনটা করেছেন। হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই একজন। যাকে মৌমাছি দিয়ে হেফাযত করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। কাজেই বুঝা গেল, এতে কোন অসুবিধে নেই।"
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/ ৮৫]

৪. আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য:

"আদ-দুররুল মুখতার" এ আল্লামা হাছকাফী রহ. বলেন:

فإن علم أنه إذا حارب قتل، وإن لم يحارب أسر: لم يلزمه القتال. اه

"যদি তার ইয়াকীন হয়ে যায়, আক্রমণ করতে গেলে নিহত হতে হবে আর আক্রমণ না করলে বন্দী হতে হবে, তাহলে আক্রমণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।"

আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

مطلب: إذا علم أنه يقتل يجوز له أن يقاتل بشرط أن ينكي فيهم، وإلا فلا...

قوله: (لم يلزمه القتال) يشير إلى أنه لو قاتل حتى قتل جاز. لكن ذكر في شرح السير أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك، فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، لانه لا يحصل بحملته شئ من إعزاز الدين.اه

"প্রসঙ্গ: 'যদি ইয়াকীন হয়ে যায়, আক্রমণ করতে গেলে নিহত হতে হবে, তবুও আক্রমণ জায়েয। তবে শর্ত হলো (আক্রমণ দ্বারা) শত্রুর কিছু না কিছু ক্ষতি করতে পারবে বলে আশাবাদি হতে হবে। অন্যথায় জায়েয নয়।'...

হাছকাফী এর বক্তব্য 'আক্রমণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।' এতে তিনি বুঝাচ্ছেন, যদি আক্রমণ করে এবং যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তাও জায়েয। তবে 'শরহুস সিয়ার' এ বলা হয়েছে, 'একাই কাফেরদের উপর আক্রমণ করে বসাতে কোন অসুবিধে নেই, যদিও তার প্রবল ধারণা হয় যে, এতে তাকে নিহত হতে হবে; যদি তার ধারণা হয়, সে কাফেরদের কোন ক্ষতি করতে পারবে। যেমন, হত্যাকান্ড ঘটাতে পারবে বা জখম করতে পারবে কিংবা তাদেরকে পরাজিত করে ফেলতে পারবে। উহুদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক জামাত সাহাবী এমনটাই করেছিলেন। তিনি এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। পক্ষান্তরে যদি তার ইয়াকীন হয়ে যায়, সে কাফেরদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, তাহলে তাদের উপর হামলা করা তার জন্য জায়েয হবে না। কেননা, তার হামলার দ্বারা দ্বীনের কোন প্রকার ই'যায-বুলন্দী অর্জন হচ্ছে না।"
[ফাতাওয়া শামী: ৪/১২৭]

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত বক্তব্যসমূহ থেকে আশা করি কখন কী শর্তে পলায়ন জায়েয তা স্পষ্ট। তদ্রূপ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও হামলা করা এবং শহীদ হয়ে যাওয়া যে আত্মহত্যা নয়, বরং প্রশংসনীয় এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম তাও স্পষ্ট।

অক্ষমতার দ্বিতীয় সূরত:

কাফেরদের মোকাবেলায় অক্ষমতার দ্বিতীয় সূরত হচ্ছে: যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে মনে হওয়া, 'আমরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই তাহলে জয়ী হতে পারবো না। তাদের শক্তির সামনে আমরা টিকতে পারবো না।'

আমাদের দেশগুলোর মত দেশে যেখানে মুজাহিদ ও জিহাদপ্রেমিদের শক্তি সামর্থ্য তাগুতদের তুলনায় একে বারেই সামান্য, সেখানে এ প্রশ্নটা প্রায় সবারই। অনেককে জিহাদের দাওয়াত দিলে তিনি শুধু এ কারণে সমর্থন করেন না যে, তিনি মনে করছেন মুজাহিদরা এখনই তাকে ময়দানে নেমে শহীদ হয়ে যাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছেন। দাওয়াতদাতাদেরও অনেকে বিষয়টাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। তাদের অনেকে শুধু জিহাদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। আর যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তিনি ভালভাবেই জানেন, আমরা বর্তমান অবস্থায় শত্রুর মোকাবেলা করতে সক্ষম নই। যার ফলে তিনি মনে করেন, মুজাহিদরা এখনই তাকে ময়দানে নেমে শহীদ হয়ে যাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছেন। এ কারণে তিনি পিছিয়ে যান। দাওয়াতদাতাদের কারো কারো কথা থেকে বুঝাও যায়, যেন এখনই অস্ত্র হাতে ময়দানে নেমে যেতে হবে। আবার জিহাদপ্রেমিদের অনেকে মনে করেন, এই মুহূর্তে লড়াইয়ে নামার শক্তি যেহেতু আমাদের নেই, তাই আমাদের উপর জিহাদই ফরয নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, জিহাদ তো ফরয, কিন্তু শক্তি না থাকার কারণে আদায়ে জিহাদ ফরয নয়।

আসলে এ উভয় প্রান্তিকতার কোনটাই সঠিক নয়। 'শক্তি থাক বা না থাক এই মুহূর্তে লড়াইয়ে নেমে যেতে হবে' এটা যেমন সঠিক নয়; 'শক্তি নেই বলে জিহাদই ফরয নয়' এটাও সঠিক নয়।
বরং এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান হচ্ছে, ই'দাদ করা। সাধ্যমত জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ই'দাদ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যখন মনে হবে এবার লড়াই শুরু করলে আমরা কামিয়াব হব, তখন থেকে সশস্ত্র হামলা শুরু করবে।

বি.দ্র.: -১

জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব:

জিহাদের সফলতার জন্য জিহাদ জামাআতবদ্ধভাবে হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে হামলার দ্বারা চূড়ান্ত সফলতা সম্ভব নয়। এ কারণে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়ের জন্য হক জিহাদী তানজিমের সাথে মিলে যাওয়া ওয়াজিব। হক তানজিম পাওয়ার পরও যদি কেউ তানজিমের সাথে মিলিত না হয় তাহলে গুনাহগার হবে। ব্যক্তিগতভাবে যত কিছুই করুক এর দ্বারা জিহাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আদায় হবে না। তানজিমের সাথে মিলিত হয়ে তানজিমের নির্দেশনা মত ই'দাদ এবং অন্যান্য মারহালাগুলো অতিক্রম করতে হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ হক জিহাদী তানজিম খুঁজে না পায় তাহলে তার কথা ভিন্ন। তানজিম খুঁজতে থাকবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে যা পারে করবে।

'জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব' মনগড়া কোন কথা নয়। শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে আমার মূল আলোচন যেহেতু এ ব্যাপারে নয়, এ কারণে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করতে যাচ্ছি না। শুধু **শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.** এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন:

يجب ان يعرف ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بها فان بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبى إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو دواد من حديث أبى سعيد وابى هريرة

وروى الامام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمرو ان النبى قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم فأوجب تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى اوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة.اه

“জানা আবশ্যক যে, জনগণের নেতৃত্ব দেয়া দ্বীনের অন্যতম সুমহান ওয়াজিব দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ব্যতীত বরং দ্বীন-দুনিয়া কোনটাই চলতে পারে না। কেননা, পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মানব জাতির মাসলাহাতসমূহের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। কারণ, তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর ঐক্যবদ্ধ হতে গেলে তাদের একজন নেতা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমনটি পর্যন্ত বলেছেন:

إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم

‘তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।’

ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি হযরত আবু সায়িদ রাদি. এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

‘যে কোন তিন ব্যক্তির জন্য কোন মরু ময়দানে অবস্থান করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।’

সফরের হালতে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট একটি জামাআতের বেলায়ও একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, সব ধরণের জামাআতের ক্ষেত্রেই আমীর বানিয়ে নেয়া আবশ্যক।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা ‘আমর বিল মা’রুফ ও নাহি আনিল মুনকার’ ফরয করেছেন। আর তা প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

তদ্রূপ: জিহাদ, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা; হজ্ব, জুমআ ও ঈদ কায়েম করা; মাজলুমকে সাহায্য করা, হদসমূহ কায়েম করা ইত্যাদী সহ আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত যাবতীয় বিধান প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।”

[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০]

বি.দ্র:-২

ব্যক্তিগত হামলাও জায়েয:

যদি কেউ তানজিম খুঁজে না পায় অথচ তার মধ্যে শাহাদাতের পিপাসা জাগে, তাহলে তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে হামলা করাও জায়েয। তবে এক্ষেত্রে হামলার দ্বারা ফায়েদা হবে কি হবে না সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমনটা আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যে বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে হক তানজিম পেয়ে যাওয়ার পর আর ব্যক্তিগতভাবে নিজের মন মতো হামলা জায়েয হবে না। তানজিমের নির্দেশনা মত কাজ করতে হবে। কেননা:

১. তানজিমের ইতাআত-আনুগত্য ওয়াজিব। ইতাআত জিহাদ কবুলের একটা শর্ত। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله و أطاع الإمام و أنفق الكريمة و ياسر الشريك و اجتنب الفساد فإن نومه و نبهه أجر كله و أما من غزا فخرا و رياء و سمعة و عصى الإمام و أفسد في الأرض فإنه لن يرجع بكفاف

"যুদ্ধ দুই রকম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবে, ইমামের আনুগত্য করবে, নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করবে, সাথীদের সাথে নরম আচরণ করবে, ফাসাদ-বিশৃংখলা থেকে দূরে থাকবে: তার ঘুম, তার জাগরণ সবকিছুই সওয়াবের কাজে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করবে গৌরব ও যশ খ্যাতির উদ্দেশ্যে, মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে, ইমামের নাফরমানী করবে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে: সে তার মূল পুঁজি নিয়েও ফিরতে পারবে না।"
[মুসতাদরাকে হাকেম: ২/৩৫৩]

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة

"জামাআত ব্যতীত ইসলাম নেই। আর নেতৃত্ব ব্যতীত জামাআত হয় না। আর আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্বের কোন ফায়েদা নেই।"
[জামিউ বয়ানিল ইলম: ১/২৬৩]

২. হতে পারে তার মন মতো হামলার কারণে জিহাদের ফায়েদা না হয়ে ক্ষতি হয়ে যাবে।

বি.দ্র.:-৩

মুসলমানদের শক্তি কাফেরদের সমান বা বেশি হওয়া শর্ত নয়:

উপরে বলা হয়েছে: 'ই'দাদ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যখন মনে হবে এবার লড়াই শুরু করলে আমরা কামিয়াব হব, তখন থেকে সশস্ত্র হামলা শুরু করবে।'

এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, হামলা শুরু করার জন্য মুসলমানদের জাহিরি শক্তি কাফেরদের সমান বা বেশি হতে হবে। কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যত যুদ্ধ হয়েছে বাহ্যিকভাবে কোথাও মুসলমানদের শক্তি কাফেরদের সমান বা বেশি ছিল না। আল্লাহ তাআলাও যুদ্ধ জায়েয হওয়ার জন্য আমাদের শক্তি কাফেরদের সমান বা বেশি হতে হবে শর্ত করেননি। মুসলমানদের বিজয় বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ তাআলার মদদ ও নুসরতের উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি অর্জনের আদেশ দিয়েছেন।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

(আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর)
[আনফাল: ৬০]

আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে তার শরীয়তের নির্দেশনা মত সবর ও তাকওয়ার সাথে জিহাদ চালিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা : তিনি আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। সাময়িকভাবে কখনো পরাজয় আসলেও চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হবে।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না। প্রকৃত মু’মিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।”
[আলে ইমরান: ১৩৯]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মু’মিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত হয়ে থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”
[আলে ইমরান: ২০০]

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

“তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহর (জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুক্ত।”
[আলে ইমরান: ১২০]

অতএব, কাফেরদের সাথে মুসলমানদের ইতিপূর্বে যে সকল যুদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানেও যে সকল যুদ্ধ হচ্ছে, সেগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে জাহিরিভাবে যতটুকু ই’দাদ হলে কাফেরদের মোকাবেলায় কামিয়াবি সম্ভব ততটুকু ই’দাদ সম্পন্ন হয়ে গেলেই হামলা শুরু করে দেবে।

ই’দাদ ফরয কেন?

কুরআন হাদিসের আলোকে মৌলিকভাবে ই’দাদ ফরয হওয়ার কারণ দু’টি বলা যেতে পারে:

১ নং কারণ:

আল্লাহর দুশমনদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা।

আল্লাহর দুশমন দুই প্রকার :

১. প্রকাশ্য দুশমন।

২. গোপন দুশমন।

প্রকাশ্য দুশমন: যারা সুস্পষ্ট কাফের, কিংবা যেসব কাফের প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

গোপন দুশমন: মুনাফিকরা, কিংবা এমনসব কাফের যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নতা দেখালেও গোপনে গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

এ ছাড়াও ঐ সকল জীন ও ইনসান গোপন শত্রুর অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, তারা আমাদের দুশমন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই জানেন, তারা আমাদের দুশমন।

কাফেরদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা হবে কেন?

যারা সুস্পষ্ট কাফের তাদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা হবে যাতে তারা দারুল ইসলামে আক্রমণ করার সাহস না করতে পারে, দ্বীনে ইসলামের প্রচার প্রসারে বাধা না দিতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের ভয়ে যুদ্ধ ব্যতীত আগে ভাগেই জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে রাজি হয়ে যাবে।

মুনাফিকদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা হবে কেন?

মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করলেও সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হবে। কিন্তু তারা যখন মুসলমানদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্য, সার্বক্ষণিক ই'দাদ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সর্বত্র অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখবে তখন আর তাদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে পারবে না।

এই উভয় প্রকার দুশমনকে সদা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ই'দাদের আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে এবং ঐ সব দুশনমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।"

[আনফাল: ৬০]

২ নং কারণ:

দ্বিতীয়ত ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য। কেননা, ওযু ছাড়া যেমন নামায আদায় করা যায় না, ই'দাদ ছাড়াও তেমনি জিহাদ করা যায় না।

শহীদে উম্মাহ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন:

وأما الإعداد, وهو الحلقة الثانية من حلقات الجهاد فهو ضرورة من الضرورات, وهو يعتبر كالوضوء بالنسبة للصلاة, كما أنه لا صلاة بلا وضوء كذلك لا جهاد بلا إعداد. اهـ

"আর ই'দাদ – যা জিহাদের দ্বিতীয় মারহালা – জিহাদের অন্যতম জরুরী ও আবশ্যকীয় বিষয়। নামাযের জন্য ওযু যেমন, জিহাদের জন্য ই'দাদ তেমন। ওযু ছাড়া যেমন নামায আদায় সম্ভব নয়, ই'দাদ ছাড়াও তেমনি জিহাদ সম্ভব নয়।"

[মুকাদ্দামাহ্ ফিল হিজরাতি ওয়াল ই'দাদ: ৫৭]

যেহেতু ই'দাদ ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়, তাই ই'দাদ জিহাদের মাওকূফ আলাইহি-ভিত্তিমূল। আর কোন বিধান ফরয হলে তার মাওকূফ আলাইহিও ফরয হয়।

মূলনীতি আছে:

ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب

“যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তাও ফরয।”

অতএব, জিহাদ যেমন ফরয, ই’দাদও তেমনি ফরয।

বি.দ্র: ই’দাদ ফরয হওয়ার দুই কারণ এক নয়, প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, ই’দাদ ফরয হওয়ার কারণ দুইটা নয়, দুইটা মিলে একটাই। আর তা হচ্ছে জিহাদ।

এই ধারণা সঠিক নয়। ই’দাদ ফরয হওয়ার কারণ প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন। দুইটা মিলে একটা নয়।

ই’দাদ ফরয হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে, ই’দাদ জিহাদের মাওকূফ আলাইহি-ভিত্তিমূল। আরেকটি কারণ, কাফেরদেকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা। দুইটার প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন।

জিহাদ সর্বদা ফরয নয়। বছরে এক/দুইবার ফরয। বছরে এক/দুইবার কাফেরদের দেশে গিয়ে হামলা করলে জিহাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কাফেরদেরকে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য, দাপট ও প্রতিপত্তির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা ভিন্ন আরেকটি ফরয। এই ফরযের উদ্দেশ্য - যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে - যাতে তারা দারুল ইসলামে আক্রমণ করার সাহস করতে না পারে, দ্বীনে ইসলামের প্রচার প্রসারে বাধা না দিতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের ভয়ে যুদ্ধ ব্যতীত আগে ভাগেই জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে রাজি হয়ে যাবে।

তদ্রূপ মুনাফিকরাও যেন মুসলমানদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্য, সার্বক্ষণিক ই’দাদ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সর্বত্র অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখে তাদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে না পারে।

অতএব, জিহাদের জন্য ই’দাদ ভিন্ন একটি ফরয, কাফেরদেরকে সার্বক্ষণিক ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার জন্য ই’দাদ ভিন্ন আরেকটি ফরয। সামনে এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ পেশ করা হলে ইনশাআল্লাহ বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আইম্মা ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য:

আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখতে ই’দাদ:

১. ইমাম রাজি রহ. এর বক্তব্য:

আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে এবং ঐ সব দুশনমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।”

[আনফাল: ৬০]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম রাজি রহ. বলেন:

ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء . فقال : { ترهبون به عدو الله وعدوكم } وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم ، وذلك الخوف يفيد أموراً كثيرة : أولها : أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام . وثانيها : أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية . وثالثها : أنه ربما صار ذلك داعياً لهم إلى الإيمان . ورابعها : أنهم لا يعينون سائر الكفار . وخامسها : أن يصير ذلك سبباً لمزيد الزينة في دار الإسلام . ثم قال تعالى : { وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ } والمراد أن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم أعداء ، كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم أعداء ، ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون ، والمعنى : أن تكثير أسباب الغزو كما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين .

فإن قيل : المنافقون لا يخافون القتال فكيف يوجب ما ذكرتموه الإرهاب؟

قلنا : هذا الإرهاب من وجهين : الأول : أنهم إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلاتهم وأدواتهم انقطع عنهم طمعهم من أن يصيروا مغلوبين ، وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر في قلوبهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الإيمان ، والثاني : أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور الآفات ويحتال في إلقاء الإفساد والتفريق فيما بين المسلمين ، فإذا شاهد كون المسلمين في غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة .اهـ

এখানে তিনি প্রকাশ্য দুশমন গোপন দুশমন উভয়কেই ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

প্রকাশ্য দুশনমনকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার ব্যাপারে তিনি বলেন:

ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء . فقال : { ترهبون به عدو الله وعدوكم } وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم ، وذلك الخوف يفيد أموراً كثيرة : أولها : أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام . وثانيها : أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية . وثالثها : أنه ربما صار ذلك داعياً لهم إلى الإيمان . ورابعها : أنهم لا يعينون سائر الكفار . وخامسها : أن يصير ذلك سبباً لمزيد الزينة في دار الإسلام.اهـ

“এরপর আল্লাহ তাআলা কী উদ্দেশ্যে এসব জিনিস – জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র – প্রস্তুত করার আদেশ দিয়েছেন তা উল্লেখ করে বলেন:

{ ترهبون به عدو الله وعدوكم }

(যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে।)

কেননা, কাফেররা যখন জানবে, মুসলমানরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, এর জন্য তারা সব ধরণের অস্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করে রেখেছে, তখন তারা তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকবে। আর এই ভীত সন্ত্রস্ত্রতার কারণে অনেক কিছু অর্জন হবে। যেমন:

এক. তারা দারুল ইসলামে অনুপ্রবেশের ইচ্ছা করবে না।

দুই. ভীতি চরমে পৌঁছলে অনেক সময় তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে যাবে।

তিন. অনেক ক্ষেত্রে এটি তাদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চার. তারা অন্য কাফেরদেরকে সহায়তা করবে না।

পাঁচ. ই’দাদ দারুল ইসলামের শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে।”

[তাফসীরে রাজি: ৭/৪২৩]

গোপন শত্রুর ব্যাপারে তিনি বলেন:

ثم قال تعالى : { وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ } والمراد أن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم أعداء ، كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم أعداء ، ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون ، والمعنى : أن تكثير أسباب الغزو كما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين .

فإن قيل : المنافقون لا يخافون القتال فكيف يوجب ما ذكرتموه الإرهاب؟

قلنا : هذا الإرهاب من وجهين : الأول : أنهم إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلاتهم وأدواتهم انقطع عنهم طمعهم من أن يصيروا مغلوبين ، وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر في قلوبهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الإيمان ، والثاني : أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور الآفات ويحتال في إلقاء الإفساد والتفريق فيما بين المسلمين ، فإذا شاهد كون المسلمين في غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة .اهـ

"এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

{ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ }

(এবং ঐ সব দুশনমনকেও ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।)

এর উদ্দেশ্য: জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র অধিক হলে যাদেরকে আমরা জানি যে, তারা আমাদের দুশমন, তারা যেমন ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকবে; যাদের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, তারা আমাদের দুশমন, তারাও ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকবে।

যাদেরকে আমরা জানি না যে, তারা আমাদের দুশমন, তারা কারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো – আর এটিই সর্বাধিক সঠিক অভিমত – তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য মুনাফিকরা।

এ হিসেবে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে: 'যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের আধিক্যতা কাফেরদেরকে যেমন ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে, মুনাফিকদেরকেও ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে।'

যদি আপত্তি করা হয়, মুনাফিকদের তো যুদ্ধের ভয় নেই – কেননা, তারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হওয়ার কারণে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না – তাহলে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা হবে কীভাবে ?

উত্তরে বলব, মুনাফিকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা হবে দুই ভাবে:

এক. মুনাফিকদের কামনা থাকে মুসলমানরা যেন পরাজিত-পর্যদুস্ত হয়ে যায়। তারা যখন মুসলমানদের শক্তি এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের আধিক্যতা দেখবে, তখন তাদের এ মিথ্যা আশা দূরীভূত হয়ে যাবে। এতে তারা তাদের অন্তরে লুকায়িত কুফর পরিত্যাগ করে খালেছ ঈমানদার হয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ হবে।

দুই. মুনাফিকরা মুসলমানদের উপর বিপদাপদ ও মুসিবত আপতিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে যাতে এ সুযোগে মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে ফিতনা ফাসাদ ছড়াতে পারে এবং তাদের ঐক্যে ফাঁটল ধরাতে পারে। তারা যখন মুসলমানদেরকে শক্তির সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন দেখবে, তখন তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে এসব অপকর্ম পরিত্যাগ করবে।"

[তাফসীরে রাজি: ৭/৪২৪]

২. আল্লামা আলূসী রহ. এর বক্তব্য:

পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

وفي الآية إشارة إلى عدم تعين القتال لأنه قد يكون لضرب الجزية ونحوه مما يترتب على إرهاب المسلمين بذلك عَدُوَّ اللَّهِ ... وَعَدُوَّكُمْ ... اه

"এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ই'দাদ সব সময় কিতাল করার উদ্দেশ্যে করা হয় না। কখনো কখনো ই'দাদ করা হয় আল্লাহ ও মুসলমানদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র করে জিযিয়া আরোপ করার জন্য, কিংবা এ জাতীয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে যা কাফেরদেরকে ভীত সন্তস্ত্র করার মাধ্যমে অর্জিত হবে।"

[রুহুল মাআ'নী: ৫/২২২]

৩.শহীদ সায়্যিদ কুতুব রহ. এর বক্তব্য:

يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة؛ لتكون القوة المهتدية هي القوة العليا في الأرض؛ التي ترهبها جميع القوى المبطلة؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء الأرض ، فتهاب أولاً أن تهاجم دار الإسلام؛ وتستسلم كذلك لسلطان الله فلا تمنع داعية إلى الإسلام في أرضها من الدعوة ، ولا تصد أحداً من أهلها عن الاستجابة ، ولا تدعي حق الحاكمية وتعبيد الناس ، حتى يكون الدين كله لله .اه .

"ইসলামী সামরিক বিভাগকে সর্বদা যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুত করতে থাকতে হবে। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করতে হবে। যাতে দুনিয়ার সর্বোচ্চ শক্তিটি হয় হক ও হিদায়াতের শক্তি। যে শক্তির ভয়ে দুনিয়ার তামাম বাতিল শক্তি ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকবে। তামাম বাতিল শক্তি যে শক্তির কথা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আলোচনা করবে। যার ফলশ্রুতিতে প্রথমত তারা দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালানোর হিম্মত পাবে না। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। তাদের ভূমিতে দ্বীনে ইসলামের কোন দাঈ'কে তার দাওয়াতে বাধা দেবে না। সেখানকার কোন অধিবাসীকে ঐ দাওয়াত কবুল করা থেকে রুখবে না। হাকিমিয়্যাহ-বিধান প্রণয়ন এবং মানুষকে গোলাম বানানোর অধিকার দাবি করবে না। যার ফলে দ্বীন ও আনুগত্য সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার হয়ে যাবে।"

[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন: ৩/৪২৫]

৪. আল্লামা সা'দী রহ. এর বক্তব্য:

{وَأَعِدُّوا} ... كل ما تقدرون عليه ... التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم ... ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته.

فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها، كالسيارات البرية والهوائية، المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها، والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة، وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.اه

"তোমাদের সামর্থ্যের সবকিছুই তোমরা প্রস্তুত কর ... যার দ্বারা মুসলমানরা এগিয়ে যাবে, তাদের শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। ... কিতালের প্রয়োজনীয় যুদ্ধযানও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

{وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}

(প্রস্তুত কর অশ্ববাহিনী যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে।)

এই 'ইরহাব' তথা ভীত সন্ত্রস্ত্র করার ইল্লত ও বৈশিষ্ট্যটি সে যামানায় ঘোড়ার মাঝে বিদ্যমান ছিল। হুকুম ইল্লত অনুযায়ী হয়ে থাকে। কাজেই বর্তমান যামানার কোন কিছুর মাঝে যদি 'ইরহাব'-'ভীত সন্ত্রস্ত্র করা'র বৈশিষ্টটি

ঘোড়ার তুলনায় অধিক পাওয়া যায় তাহলে সেটিও প্রস্তুতের জন্য আদিষ্ট হবে। যেমন, স্থল ও আকাশ যান যেগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত, যেগুলো দ্বারা শক্তিশালী আক্রমণ করা যায়। এমনকি কারিগরি ও টেকনোলোজি শিক্ষা ব্যতীত যদি ‘ইরহাব’-‘ভীত সন্ত্রস্ত্র করণ’ সম্ভব না হয় তাহলে তাও শিক্ষা করা ওয়াজিব হবে। কেননা,

ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب

(যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় সেটিও ফরয় ।)”

[তাফসীরে সা’দী: ৩২৪]

আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার জন্য ই’দাদ ফরয হওয়ার বিষয়টি কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াত থেকে একেবারেই স্পষ্ট। ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার আশংকায় এ কয়টির উপরই ক্ষান্ত করলাম। হকের অনুসন্ধানীর জন্য এ কয়টাতেই যথেষ্ট খোরাক বিদ্যমান।

জিহাদের প্রস্তুতিরূপে ই’দাদ:

১. ইমাম জাসসাস রহ. এর বক্তব্য:

আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে এবং ঐ সব দুশনমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।”

[আনফাল: ৬০]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال إرهابا للعدو والتقدم في ارتباط الخيل استعدادا لقتال المشركين .اه

“আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখতে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের পূর্বপ্রস্তুতিরূপে ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই অস্ত্রপাতি ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে এবং অশ্ববাহিনী প্রস্তুতে অগ্রগামিতা অর্জন করতে আদেশ দিয়েছেন।”

[আহকামুল কুরআন: ৩/৮৮]

ই’দাদ সংক্রান্ত কিছু দলীল প্রমাণ উল্লেখ করার পর সামনে গিয়ে বলেন:

أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور باستعداده. وقال الله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو.اه

“যা কিছুই শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি যোগাবে তার সবই প্রস্তুত করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

{ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}
(আর যদি তারা – মুনাফিকরা যুদ্ধে – বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।)
শত্রুর মোকাবেলার সময় আসার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে এবং তাতে অগ্রগামিতা অর্জন না করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন।"
[আহকামুল কুরআন: ৩/৮৯]

মুনাফিকরা জিহাদের সময় আসলে বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করে জিহাদে যাওয়া থেকে ছাড় পেতে চাইত। তারা বলতো, আসলে তারা যুদ্ধে যেতে চায় কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা সামনে এসে পড়ার কারণে যেতে পারছে না। এদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

{ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}
(আর যদি তারা – যুদ্ধে – বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।)
[তাওবা: ৪৬]

অর্থাৎ ওজর আপত্তি কিছু নয়, আসলে তারা জিহাদে যেতেই চায় না। যদি তারা সত্যই জিহাদে যেতে চাইত তাহলে এর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ না করাটাই তারা তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদি হওয়ার প্রমাণ।

ইমাম জাসসাস রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

مطلب: في وجوب الاستعداد للجهاد

قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} العدة ما يعده الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل ... وهذا يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه، وهو كقوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل}.اه

"প্রসঙ্গ: জিহাদের জন্য ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয।
আল্লাহ তাআলার বাণী:

{ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}
(আর যদি তারা – যুদ্ধে – বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।)
العدة বলা হয় ঐ জিনিসকে যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে। এ আয়াত প্রমাণ করে, জিহাদের সময় আসার পূর্বেই তার জন্য ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয। এ আয়াত ঐ আয়াতের মতো যেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
(আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর।)"
[আহকামুল কুরআন: ৩/১৫৪]

বি.দ্র: যারা বলে, ইমাম মাহদী আসলে তারা তার সাথে মিলে যুদ্ধ করবে' তারা মিথ্যাবাদি:

আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখা ফরয করেছেন। মুনাফিকরা সময় মতো প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট – 'যারা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ তো দূরের কথা, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাওয়ার পরও কোন ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না, অথচ বুলি আওড়াচ্ছে, ইমাম মাহদী আসলে তারাই না'কি সবার আগে তার সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করবে' উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, এসব লোক সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদি। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করাটাই তাদের মিথ্যাবাদি হওয়ার প্রমাণ, যদিও তারা নিজেদেরকে সত্যবাদি বলে দাবি করে। মুনাফিকদেরকে যে কারণে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে, একই কারণে এরাও মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত হবে। উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে তা স্পষ্ট।

২. ইমাম যাইলায়ী' রহ. এর বক্তব্য:

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম যাইলায়ী' রহ.বলেন:

وفي الجامع الصغير الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم فقوله في سعة إشارة إلى أن مباشرة القتال لا تجب في كل وقت بل الاستعداد له كاف وقوله حتى يحتاج إليهم إشارة إلى أن مباشرة القتال فرض على الكل عند الحاجة إليهم وهو النفير العام لأن المقصود حينئذ لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفترض عليهم مباشرته.اه

" 'আল-জামিউস সগীর' এ ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন:

الْجِهَادُ وَاجِبٌ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَيْهِمْ

(জিহাদ ফরয। তবে – সকলে যুদ্ধে বের হওয়ার - প্রয়োজন না পড়লে মুসলমানদের জন্য জিহাদে না যাওয়ারও অবকাশ আছে।)

মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য : فِي سَعَةٍ (না যাওয়ারও অবকাশ আছে); এ থেকে বুঝা যায়, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় ফরয নয়, বরং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখাই যথেষ্ট।

তাঁর বক্তব্য: حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَيْهِمْ (প্রয়োজন না পড়লে); এ থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজন পড়লে সকলের উপরেই স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয। আর প্রয়োজনের সময়টি হচ্ছে যখন 'নফীরে আম' এর হালত তৈরী হয়ে যায়। কেননা, তখন সকলে যুদ্ধে বের হওয়া ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। কাজেই তখন সকলের উপরেই স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয হবে।"

[তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৩/২৪২]

ইমাম যাইলায়ী' রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদ ফরযে আইন না হলে সকলের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরয নয়। বরং যে পরিমাণ মুসলমান জিহাদে গেলে ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে ঐ পরিমাণ গেলেই যথেষ্ট। কিন্তু জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা সর্বাবস্থায় ফরয। তদ্রূপ, শত্রুর আক্রমণ করে বসলে যখন তাদেরকে তাড়ানোর জন্য সকলে বের হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন সকলের উপরই যুদ্ধে বের হওয়া ফরয। যেমনটা বর্তমানে চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফের মুরতাদদের থেকে মুসলমানদের ভূমিগুলো উদ্ধার করে তাতে ইসলামী শাসন কায়েম করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্তই এ ফরয বাকি থেকে যাবে।

জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ ফরয:

কাফেরদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধান হলো, দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে হলে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেতে হবে, নতুবা ইসলামী হুকুমতের অধীনে জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে হবে। যদি মুসলমানও না হয়, জিযিয়াও না দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে চলবে কিতাল, যতক্ষণ না পর্যন্ত মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।)

[তাওবা: ৫]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।)

[তাওবা: ২৯]

ইমাম জাসসাস রহ.বলেন:

فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.اهـ

"এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।"

[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১]

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে:

عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امّر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.اهـ

"হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মোকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে। এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে। (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। আর যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।"
[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তা'মীরুল ইমামিল উমারা আ'লা বুয়ূস।]

অতএব, কাফেরদেরকে তাদের কুফরীতে ছেড়ে রাখার কোন অবকাশ নেই। হয়তো মুসলমান হতে হবে, নতুবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হতে হবে। আল্লাহ তাআলার আইন মেনে নিয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে থাকতে হবে। স্বতন্ত্র পাওয়ার নিয়ে, নিজস্ব শক্তিবলে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই।

তাদের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে হয়তো ইসলাম গ্রহণে, নতুবা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করতে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দা মুসলমানদেরকে তার এই দুশমনদের বিরুদ্ধে কিতালের আদেশ দিয়েছেন। যাতে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনই বিজয়ী থাকে। যেন কুফরের সকল শক্তি, সকল দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিস্যাৎ হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দিচ্ছেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

(আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।)
[আনফাল: ৩৯]

যতদিন সামর্থ্য থাকে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যেতে হবে। কিতালের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় যদি কাফেররা এই দুই পন্থা ব্যতীত অন্যকোন পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তাহলে তার সুযোগ দেয়া হবে না। তারা যদি যিম্মি হয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়তের অধীনে থাকতে রাজি না হয়, বরং মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে তারা তাদের নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের বিধান অনুযায়ী চলতে চায়, তাহলে তা মেনে নেয়া হবে না। এই ধরণের চুক্তি জায়েয হবে না। যদি তারা এই চুক্তির বিনিময়ে মুসলমানদেরকে অঢেল অর্থ-সম্পদও প্রদান করতে রাজি হয়, তবুও এই ধরণের চুক্তি জায়েয হবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে

কিতাল চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে সম্মত হয়। সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এই ধরণের চুক্তি থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন:

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ

(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং যখন তোমরাই বিজয়ী থাক তখন সন্ধির আহ্বান জানিও না।)
[মুহাম্মদ: ৩৫]

ইমাম জাসসাস রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

فيه الدلالة على امتناع جواز طلب الصلح من المشركين وهو بيان لما أكد فرضه من قتال مشركي العرب حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب ومشركي العجم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية والصلح على غير إعطاء الجزية خارج عن مقتضى الآيات الموجبة لما وصفنا فأكد النهي عن الصلح بالنص عليه في هذه الآية.اه

"এ আয়াত বুঝাচ্ছে, মুশরেকদের সাথে চুক্তি করতে চাওয়া নিষিদ্ধ। এখানে তিনি ঐ ফরয বিধানের বর্ণনা দিচ্ছেন, যা তিনি অত্যন্ত জোরদারভাবে ফরয করেছেন। আর তা হচ্ছে, আরবের মুশরেকদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং অনারব মুশরেকদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় কিংবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। এ আয়াত এটিই ফরয করেছে যা আমি বলেছি। জিযিয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে সন্ধি করা এ আয়াতের চাহিদার পরিপন্থি। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এবং অত্যন্ত জোরদারভাবে সন্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।"
[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২২]

[বি.দ্র: আরবের মুশরেকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না:

হানাফী মাযহাব মতে আরবের মুশরেকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না। তাদেরকে হয়তো মুসলমান হতে হবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

(মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাবে।)

[ফাতহ: ১৬]

আর অনারব কাফেরদের ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে মুসলমানও হতে পারে, না হয় জিযিয়া দিযে যিম্মি হয়েও থাকতে পারে।]

ইবনুল হুমাম রহ. মাবসূত থেকে বর্ণনা করেন:

طلب ملك منهم الذمة على أن يترك أن يحكم في أهل مملكته ما شاء من قتل وظلم لا يصلح في الإسلام لا يجاب إلى ذلك؛ لأن التقرير على الظلم مع قدرة المنع منه حرام، ولأن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فشرط خلافه باطل.اه

"যদি কাফেরদের কোন বাদশা যিম্মি হতে চায় এ শর্তে যে, সে তার রাজ্যের বাসিন্দাদের মাঝে যত ইচ্ছা হত্যা ও জুলুম চালাবে, যা ইসলাম সমর্থিত নয়: তাহলে তার এ প্রস্তাবে সাড়া দেয়া হবে না। কেননা, জুলুম দূর করার সামর্থ্য থাকা সত্বেও কাউকে জুলুম করতে থাকার উপর বহাল রাখা হারাম। তাছাড়া যিম্মি তো হচ্ছে ঐ ব্যক্তি

যে মুআমালার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে তার উপর ইসলামী বিধি বিধান প্রয়োগ হবে বলে মেনে নেয়। কাজেই এর বিপরীত শর্ত বাতিলযোগ্য গণ্য হবে।"

[ফাতহুল কাদীর: ৫/৪৪৭]

আর যদি কাফেরদের সাথে কিতাল করার মত শক্তি সামর্থ্য মুসলমানদের না থাকে, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে ই'দাদ করতে আদেশ দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দুশমনেরা আল্লাহর বিধান মেনে না নিয়ে দম্ভভরে নিজেদের মনগড়া বিধান মতে চলবে, তা কিছুতেই হতে দেয়ার মতো নয়। কাজেই বর্তমানে শক্তি না থাকলে শক্তি অর্জন করে কিতাল করতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়ে বলছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে এবং ঐ সব দুশনমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।"

[আনফাল: ৬০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

<u>يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.اهـ</u>

<u>"সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে।"</u>

[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯]

মুসলমানদের এই দুর্বলতার সময়ে যদি কাফেররা আমাদের সাথে সাময়িকভাবে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কিতাল বন্ধের চুক্তি করতে চায়, তাহলে ই'দাদের সুবিধার্থে কাফেরদের সাথে এ ধরণের চুক্তি করা জায়েয হবে। দুর্বলতার এ সময়টিতে চুক্তি জায়েয হওয়ার দিকে ঈঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।)

[আনফাল: ৬১]

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

فالحال التي أمر فيها بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم وقد قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم وكذلك قال أصحابنا إذا قدر بعض أهل الثغور على قتال العدو ومقاومتهم لم تجز لهم مسالمتهم ولا يجوز لهم إقرارهم على الكفر إلا بالجزية وإن ضعفوا عن قتالهم جاز لهم مسالمتهم .اهـ

"সন্ধির আদেশ দেয়া হয়েছে ঐ অবস্থায় যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় থাকে অল্প আর শত্রু সংখ্যা অনেক। আর মুশরেকদেরকে কতল করা এবং আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হওয়া পর্যন্ত কিতাল করে

যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় হয় অনেক এবং শত্রুদের উপর হয় ক্ষমতাবন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং যখন তোমরাই বিজয়ী থাক তখন সন্ধির আহ্বান জানিও না। আর আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।)

অতএব, শত্রুকে বশীভূত এবং হত্যা করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় সন্ধি করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের ইমামগণ এমনটিই বলেন। যদি দারুল হরবের পার্শ্ববর্তী কোন সীমান্তের মুসলমানগণ শত্রুর সাথে যুদ্ধ ও মোকাবেলা করতে সমর্থ্য হয়, তাহলে তাদের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করা জায়েয হবে না। জিযিয়া ব্যতীত তাদেরকে কাফের অবস্থায় বহাল রাখা জায়েয হবে না। তবে যদি তাদের সাথে কিতাল করতে সমর্থ্য না হয়, তাহলে সন্ধি করা জায়েয হবে।”

[আহকামুল কুরআন: ৩/৯০]

মুসলমানদের এ দুর্বলতার সময়ে কাফেরদের সাথে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির ফলে বাহ্যিকভাবে যদিও জিহাদ বন্ধ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে জিহাদ বন্ধ নেই। কেননা, আমরা তো আজীবনের জন্য তাদেরকে যুদ্ধ থেকে মুক্তি দিয়ে দেইনি। বরং আমরা আমাদের স্বার্থে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আপাতত জিহাদ বন্ধ রাখছি। এ কারণে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা জিহাদ পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবো না। জিহাদ তরক করার যে সমস্ত শাস্তি ও আজাবের কথা বলা আছে সেগুলো আমাদের উপর আপতিত হবে না। কেননা, আমরা জিহাদ তরক করে দেইনি, জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

‘মালিকুল ওলামা’-‘ওলামাদের সম্রাট’ বলে খ্যাত বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ. এ বিষয়টিকে সুন্দরভবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন:

وأما شرائط الركن فأنواع: منها أن يكون في حال يكون بالمسلمين ضعف، وبالكفرة قوة؛ لأن القتال فرض، والأمان يتضمن تحريم القتال، فيتناقض. إلا إذا كان في حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة؛ لأنه إذ ذاك يكون قتالا معنى؛ لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال، فلا يؤدي إلى التناقض.اهـ

“কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া (এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল বন্ধ রাখা) জায়েয হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: তা হতে হবে যখন মুসলমানরা থাকে দুর্বল আর কাফেররা হয় শক্তিশালী। কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান দেয়ার অর্থ হচ্ছে কিতাল নিষিদ্ধ করা। কাজেই তা (ফরয বিধানের সাথে) সাংঘর্ষিক। তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী হলে তা জায়েয হবে। কেননা, তখন তা অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর হবে। কারণ, তখন তা কিতালের ই’দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। কাজেই তা সাংঘর্ষিক হচ্ছে না।”

[বাদায়িউস সানায়ি’: ৭/১০৬]

অন্যত্র তিনি বলেন:

ان الاصل في الامان أن لا يجوز لان القتال فرض والامان يحرم القتال الا إذا وقع في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال في هذه الحالة فيكون قتالا معنى إذ الوسيلة إلى الشئ حكمها حكم ذلك الشئ .اه

"মূলত কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া জায়েয নেই। কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান কিতালকে নিষিদ্ধ করে। তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী হলে তা জায়েয হবে। কেননা, তখন তা কিতালের ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। ফলে সেটি তখন অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর। কারণ, কোন বস্তুর যে বিধান, উক্ত বস্তু পর্যন্ত পৌঁছতে যেটি ওসীলা হয়, সেটির বিধানও তা-ই।"
[বাদায়িউস সানায়ি': ৯/৩১১]

বি.দ্র: মুসলমানদের বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম কাফেরদের সমান বা বেশি হতে হবে না:

মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও সাজ সরঞ্জাম কাফেরদের সমান বা বেশি। বরং মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যেসব যুদ্ধ হয়েছে এবং এখনও যেসব যুদ্ধ হচ্ছে সেগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানরা যতটুকু বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও সাজ সরঞ্জামের অধিকারী হলে কাফেরদের মোকাবেলা করতে পারবে বলে প্রবল ধারণা হয় ততটুকুতেই তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান বলে বিবেচিত হবে। আল্লামা কাসানী রহ. এর বক্তব্য আমি আলোচনা করে এসেছি। এখানে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেন:

الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به ، وخافوهم أن يقتلوهم ، فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم ، والحكم في هذا الباب لغالب الرأي ، وأكبر الظن دون العدد ، فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات.اه

"যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের এমন এক বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যাদেরকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য তাদের নেই, বরং তাদের আশংকা হচ্ছে, মুশরেকরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে- তাহলে তারা মুসলমানদের কোন শহরে বা অন্য কোন মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধে নেই।

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে 'গালেবে জন্ ও আকবারুর রায়' তথা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে। সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। মুজাহিদদের যদি প্রবল ধারণা হয়, তারা তাদের মোকাবেলা করতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য যুদ্ধে অটল থাকা আবশ্যক। যদিও তারা সংখ্যায় কাফেরদের চেয়ে কম হয়।"
[বাদায়িউস সানায়ে': ৬/ ৫৯]

আশাকরি পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সামর্থ্য থাকলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ফরয। এমনিতেই যুদ্ধ তরক করা কিংবা যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করা হারাম। আর সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয। সামর্থ্য নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার বৈধতা নেই।

ই’দাদের হুকুম কি? ফরযে কিফায়া না ফরযে আইন?

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম ই’দাদ ফরয। কাফেরদেরকে সদা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করে তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহরই দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য ই’দাদ ফরয। কিন্তু তা কোন প্রকারের ফরয? ফরযে আইন না ফরযে কিফয়া ?

উত্তর হচ্ছে: ই’দাদের হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। জিহাদ যেমন কখনো ফরযে কিফায়া আবার কখনো ফরযে আইন, ই’দাদও তেমনি কখনো ফরযে কিফায়া আবার কখনো ফরযে আইন।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন:

وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين.اه

“অশ্বচালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়।”

[তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৬]

শায়খ সুলাইমান আল-আলাওয়ান (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) বলেন:

وجعلوه إحدى فروض الكفايات ، وقد يكون فرض عين على أهل القدرة من الذكور ، شأنه في ذلك شأن الجهاد ، منه ما هو فرض عين ، ومنه ما هو فرض كفاية.اه

“আইম্মায়ে কেরাম ই’দাদকে ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। তবে সক্ষম পুরুষদের উপর কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। এর হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। জিহাদ যেমন ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া দুই ভাগে বিভক্ত; ই’দাদও তেমনি।”

[ফতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ]

স্বাভবিক অবস্থায় যখন জিহাদ ফরযে আইন থাকে না বরং ফরযে কিফায়া থাকে, তখন ই’দাদ ফরয়ে কিফায়া। উম্মাহর একটা অংশ যদি এই ফরয আদায় করে ফেলে তাহলে বাকিদের উপর আর আবশ্যক থাকবে না। যদি কোন অংশই তা আদায় না করে তাহলে সকলেই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফরযে কিফায়া হওয়ার কারণ হচ্ছে: ই’দাদের দ্বারা তখন উদ্দেশ্য হবে কাফেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে বছরে একবার বা দু’বার জিহাদ পরিচালনা করা। যদি এই উদ্দেশ্য মুসলমানদের একটা অংশের দ্বারা আদায় হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন হয়ে গেল। কাফেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করাই মূল উদ্দেশ্য। সকলেই জিহাদে শরীক হওয়া উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা আদায় হয়ে যায় তাহলে বাকিদের উপর আর আবশ্যক থাকবে না।

কিন্তু নামায-রোযা এমন নয়। কিছু সংখ্যক মুসলমান নামায আদায় করে নিলে বা রোযা পালন করে নিলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে নামায ও রোযা সকলের থেকেই কাম্য। কাজেই সকলকেই নামায ও রোযা আদায় করতে হবে।

কিন্তু ই’দাদের ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করাই মূল উদ্দেশ্য। যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা এই ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখা এবং জিহাদ পরিচালনা করার কাজটা আদায় হয়ে যায় তাহলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যদি উক্ত উদ্দেশ্য কোন অংশের দ্বারাই আদায় না করা হয় তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

‘মাহাসিনুত তা’বীল’ তাফসীরের প্রণেতা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. (মৃত্যু: ১৯১৪ ইং.) বলেন:

تنبيه:

دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية، اتقاء بأس العدو وهجومه. ولما عمل الأمراء بمقتضي هذه الآية، أيام حضارة الإسلام، كان الإسلام عزيزا، عظيما ... وأما اليوم، فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة، ومالوا إلى النعيم والترف فأهملوا فرضا من فروض الكفاية، فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض.اه

“বি.দ্র:

এই আয়াত – অর্থাৎ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ... – প্রমাণ করে, শত্রুর যুদ্ধ ও আগ্রাসন থেকে সুরক্ষার জন্য সামরিক শক্তি প্রস্তুত করা ফরয। ইসলামের শ্যামলী যামানায় উমারাগণ যখন এ আয়াতের চাহিদা অনুযায়ী আমল করতেন তখন ইসলাম প্রতাপশালী ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। ... কিন্তু আজ মুসলমানগণ এই আয়াতে কারীমার উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে। আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। একটি ফরযে কেফায়া তরক করে দিয়েছে। ফলে সমগ্র উম্মাহ এই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হচ্ছে।”

[মাহাসিনুত তা’বীল: ৫/৩১৬]

উসমানী খেলাফতের শেষের দিকে যখন মুসলমানরা জিহাদ ও ই’দাদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে তখন শায়খ দু:খ করে এই মন্তব্য করেছিলেন।

যাহোক, স্বাভাবিক অবস্থায় ই’দাদ ফরযে কিফায়া।

পক্ষান্তরে যদি শত্রুরা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায়, তাহলে প্রথমত ঐ এলাকার সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ই’দাদও ফরযে আইন হয়ে যাবে। যদি তারা শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে না পারে বা অলসতা বশত না করে, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ই’দাদও ফরযে আইন হয়ে যাবে। এভাবে ক্রমে ক্রমে যদি সারা দুনিয়ার সকল মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ ব্যতীত মুসলিম ভূখণ্ড থেকে শত্রুদেরকে তাড়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ই’দাদও ফরযে আইন হয়ে যাবে। কেননা, ই’দাদ ব্যতীত জিহাদ সম্ভব নয়। জিহাদ যেহেতু ফরযে আইন, ই’দাদও ফরযে আইন।

বর্তমানে ই’দাদ ফরযে আইন:

বর্তমানে মা’যুর ব্যতীত বাকি সকল মুসলমানের উপর ই’দাদ ফরযে আইন। কেননা, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে ই’দাদও ফরযে আইন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু জিহাদ ফরযে আইন; কাজেই ই’দাদও ফরযে আইন।

বর্তমানে প্রায় সবগুলো মুসলিম ভূমি কাফের-মুরতাদদের দখলে। হয়তো কাফেররা সরাসরি সেগুলো দখল করে নিয়েছে (যেমন- স্পেন, ভারত, আরাকান, পূর্ব তুর্কিস্তান...) নতুবা তাদের হাতে গড়া এবং তাদেরই এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে (যেমন- অধিকাংশ মুসলিম দেশের অবস্থা)। কাজেই বর্তমানে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। আর এই ফরয বহাল থাকবে যতদিন পর্যন্ত না এই কাফের-মুরতাদদেরকে হটিয়ে এবং এই কুফরি শাসন ব্যবস্থাকে দূর করে ইসলামী শাসন কায়েম করা যায়।

জিহাদ ফরযে আইন ফতোয়া দেয়ার পর আর নতুন করে ‘ই’দাদ ফরয’ ফতোয়া দিতে হয় না। কারণ জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার অর্থই তো হচ্ছে, এখন কাফেরদের মোকাবেলায় নামতে হবে। মুসলিম ভূখণ্ড থেকে তাদেরকে হটানোর জন্য যা করার তার সবই করতে হবে। যত ই’দাদ লাগে সম্পন্ন করতে হবে। যত সম্পদ প্রয়োজন দিতে হবে। যত যুদ্ধ প্রয়োজন করতে হবে। যেমন, নামায ফরয বলার পর আর অযু ফরয বলতে হয় না। কেননা, নামায অযু ছাড়া আদায় করা যায় না। তদ্রূপ জিহাদ ফরযে আইন বলার পর আর ই’দাদ ফরযে আইন বলতে হয় না। কারণ জিহাদ ই’দাদ ছাড়া করা যায় না।

এ কারণে ওলামায়ে কেরাম সাধারণত ফতোয়া দিয়ে থাকেন, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন। ই’দাদও ফরযে আইন এটা আর বলার প্রয়োজন মনে করেন না। কেননা, বিষয়টা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু দু:খের বিষয়: একশো বছর যাবৎ খেলাফত না থাকার কারণে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোও আজ উম্মাহর কাছে অস্পষ্ট। জিহাদ ফরযে আইন ফতোয়ার পরও উম্মাহর অনেকে বলে থাকেন, জিহাদ তো ফরয কিন্তু ই’দাদ ফরয নয়। হায়! ই’দাদ যদি ফরয না হয়, তাহলে জিহাদ ফরয হওয়ার কি অর্থ ?? জিহাদ ফরয হওয়ার অর্থ কি এখন হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে ??

উম্মাহর এই উদাসীনতা আর লা-ইলমীর কথা চিন্তা করে কোন কোন আলেম ই’দাদ যে ফরযে আইন সেটারও ফতোয়া দিয়েছেন। এখানে আমি বর্তমান ওলামাদের কয়েকজনের ফতোয়া উল্লেখ করব।

(এক) শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ এর ফতোয়া:

শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ এর কাছে সামরিক ই’দাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি ফতোয়া দেন, বর্তমানে ই’দাদ ফরযে আইন। নিচে সওয়াল ও জওয়াব সহ মূল ফতোয়া এবং তার তরজমা তুলে ধরছি:

((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

سؤال لفضيلة الشيخ أبي قتادة؛

ما حكم الإعداد العسكري للجهاد في سبيل الله وهل هو فرض عين على المقتدر؟

* * *

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الطيب :

اعلم أن الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم قادر.

فالجهاد ضد اليهود فرض عين والجهاد ضد طواغيت العرب والعجم الذين بدلوا الشريعة واستحلوا الحرمات وناصروا أعداء الله تعالى وقتلوا المسلمين بسبب دينهم كل هؤلاء يجب أن يعلم أن الجهاد ضدهم فرض عين.

وحين يكون الأمر فرض عين تصبح مقدماته ووسائله كذلك، إذ الوسائل لها حكم المقاصد، والإعداد هو وسيلة الجهاد الذي لا يتحقق إلا بها، وبالتالي فالإعداد فرض عين اليوم على كل مسلم قادر ومن هذا الإعداد هو الإعداد العسكري ...اهـ))

"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

শ্রদ্ধেয় শায়খ আবু কাতাদার নিকট সওয়াল:

'জিহাদ ফী সাবীল্লাহ'র জন্য সামরিক ই'দাদের হুকুম কী? সক্ষম ব্যক্তিদের উপর কি তা ফরযে আইন?'

জওয়াব:

ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

শোনো, হে আমার প্রিয় ভাই! প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর আজ জিহাদ ফরযে আইন। ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরযে আইন। আরব ও অনারব তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরযে আইন; যারা শরীয়তকে পরিবর্তন করেছে, হারামগুলোকে বৈধতা দিয়েছে, আল্লাহর দুশমনদেরকে সহায়তা করছে, মুসলমানদের তাদের দ্বীনের কারণে হত্যা করছে। জেনে রাখা উচিৎ, এদের সকলের বিরুদ্ধেই জিহাদ ফরযে আইন।

কোন জিনিস ফরযে আইন হয়ে গেলে তার 'মুকাদ্দামাত ও ওসায়েল' তথা যেসব জিনিস তার আগে করতে হয় এবং যেসব জিনিসকে উক্ত জিনিস পর্যন্ত পৌঁছার ওসীলা ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, সেগুলোও ফরযে আইন হয়ে যায়। কেননা, ওসায়েল-মাধ্যমের হুকুম মূল মাকসাদের হুকুমের অনুরূপ। আর ই'দাদ জিহাদের ওসীলা, যা ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে সকল সক্ষম মুসলমানের উপর আজ ই'দাদ ফরযে আইন। সামরিক প্রস্তুতিও ইদাদেরই একটা অংশ।"

(দুই) শায়খ হাযিম আল-মাদানী'র ফতোয়া:

تنبيه [الإعداد للجهاد فرض عين يأثم تاركه] . اهـ

"বি.দ্র: ই'দাদ ফরযে আইন। ই'দাদ তরককারী গুনাহগার হবে।"

[হা-কাযা নারাল জিহাল ওয়া নুরীদুহ, পৃষ্ঠা: ২৪]

(তিন) শায়খ সুলায়মান আল-আলাওয়ান – ফাক্কাল্লাহু আসরাহ – এর ফতোয়া:

তিনি বলেন:

وإنه لمن الواجبات المتحتمة على الأمة الإسلامية بكل رجالها من علماء ودعاة ومفكرين ومصلحين وساسة ومثقفين توعية الأمة بمدى ما يريد منها أعداؤها ، وتبصيرهم بهذه الحرب الصليبية العالمية ، وأن يستعدوا لمكافحة هذا الزحف الصليبي ، ومواجهته بكل الوسائل والسبل ، وردهم بالسيف والسنان ، من النزول في ساحات المعارك القتالية ونسف جماجم أعداء الله الصليبيين ، وفضح مخططاتهم وكشف أساليبهم العفنة ، وأرائهم التي أسست على الوحشية والهمجية.اهـ

"উম্মাতে মুসলিমার সকল আলেম, দাঈ', চিন্তাবিদ, সংস্কারক, নেতা ও শিক্ষাবিদের উপর অত্যাবশ্যকীয় ফরয হচ্ছে: উম্মাহর দুশমনরা তাদের থেকে কি চাচ্ছে সে ব্যাপারে উম্মাহকে সচেতন করে তোলা; এই বৈশ্বিক ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যাপারে তাদেরকে জাগ্রত করে তোলা, এই ক্রুসেডীয় আগ্রাসনের মোকাবেলা ও প্রতিরোধের জন্য সকল পন্থা ও সব ধরণের উপায় উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করা; তরবারি ও বর্শার মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিরোধ করা, যাতে তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে না পারে; খ্রিস্টীয় আল্লাহর দুশমনদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া; তাদের প্লান-পরিকল্পনাসমূহের রহস্য উন্মোচন করে দেয়া; তাদের বিকৃত কর্মপন্থাসমূহ এবং পশুত্ব ও বর্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের অসৎ চিন্তা চেতনাগুলো প্রকাশ করে দেয়া।"
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৭]

তিনি আরোও বলেন:

وفرض على الحكومات والجماعات والأفراد ذوي القدرات الاستعداد للجهاد وإعداد العدة من السلاح والمال ونحو ذلك من الأمور المعينة على صد العدو وهزيمته ورد كيده ، وتخليص المسلمين المستضعفين من أعدائهم .اه

"সকল হুকুমত, সকল জামাআত ও সকল সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয হচ্ছে জিহাদের জন্য ই'দাদ করা; অস্ত্র, সম্পদ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় প্রস্তুত করা, যা শত্রুকে প্রতিহত ও পরাজিত করতে, তার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে এবং দুর্বল-অসহায় মুসলমানদেরকে তাদের দুশমনদের হাত থেকে মুক্ত করতে সহায়ক হবে।"
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৮]

সামনে গিয়ে বলেন :

ولا تتأتى حماية بلاد المسلمين وصد عدوان الظالمين إلا بالقتال ، ولا يتأتى القتال ولا سيما في عالمنا الحاضر في ظل تطور الأسلحة إلا بالإعداد والتدريب ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .اه

"মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হেফাজত করা এবং জালেমদের ঔদ্ধত্য প্রতিহত করা কিতাল ব্যতীত সম্ভব নয়। আর – বিশেষত আমাদের বর্তমান যামানায় – প্রশিক্ষণ ও চর্চা ব্যতীত আধুনিক অস্ত্রপাতি নিয়ে কিতাল করা সম্ভব নয়। আর যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তা-ও ফরয।"
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ১০]

যারা সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রয়োজনের সময় জিহাদ ও ই'দাদ থেকে পিছিয়ে থাকে তাদের ব্যাপারে বলেন:

ومن تخلف عن الجهاد والإعداد حين القدرة على ذلك والحاجة إليه ففيه شبه من المنافقين الذين قال الله عنهم (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ).اه

"সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রয়োজনের সময় যে জিহাদ ও ই'দাদ থেকে পিছিয়ে থাকে তার সাথে মুনাফিকদের সাদৃশ্যতা বিদ্যমান, যে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

(وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ)

(আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, 'বসে থাক তোমরা বসে থাকা লোকদের সাথে।')
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৯]

চতুর্দিকে তাগুতবাহিনী ও তাদের দোসররা, ই'দাদ কীভাবে করব ?

ই'দাদ ফরযে আইন শোনার পর এবার সবার মনেই সাধারণত যে প্রশ্নটা আসবে তা হলো: 'আমাদের চারদিকেই তো তাগুত বাহিনী ও তাদের দোসররা ঘুরাফেরা করছে, এমতাবস্থায় ই'দাদ কীভাবে করব'?

আর যারা মুজাহিদদেরকে একটু বাঁকা চোখে দেখে তারা বলবে, এই দেখ জিহাদিদের কাণ্ড!! সবাইকে অস্ত্র হাতে মাঠে নেমে জীবন খোয়ানোর ফতোয়া দিচ্ছে!!

আসলে বিষয়টা এমন নয়। এখানে দু'টো বিষয় লক্ষ্যনীয়:

১. ই'দাদ শুধু অস্ত্রচালনার নাম নয়। অস্ত্রচালনা রপ্ত করা ই'দাদের একটা অংশ। এটাই প্রথম ও এটাই শেষ এমন নয়। সমগ্র দুনিয়ার কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে একটা সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিত দীর্ঘ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যা লাগে সবই ই'দাদের মধ্যে গণ্য।

২. ই'দাদ ফরয হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এখনই অস্ত্র হাতে মাঠে নেমে তাগুতদের হাতে জীবন দিতে হবে। তাগুতদের হাতে জীবন দেয়ার নাম ই'দাদ নয়, তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির নাম ই'দাদ। আর এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ই'দাদের ততটুকুই ফরয, যতটুকু তার সামর্থ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।)
[বাক্বারা: ২৮৬]

যে যতটুকু ই'দাদ করতে সমর্থ্য তার উপর ততটুকুই ফরয। চতুর্দিকে তাগুত ও তাদের দোসররা জিহাদপ্রেমিদেরকে খুঁজছে। ধরতে পারলে কী করবে তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এরপরও ই'দাদের ফরয রহিত হয়ে যায়নি। ই'দাদ করতেই হবে। এদের চোখের সামনে বা এদের চোখে ধূলা দিয়ে ই'দাদ চালিয়ে যেতে হবে। এতে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হতে হয়তো অনেক দেরী হবে, কিন্তু কাজ এভাবেই আগাতে হবে।

'ই'দাদ কীভাবে করব'? এর জওয়াবে বলব, মা'যুর ব্যতীত বাকি সকল মুসলমান পুরুষকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি:

১. যারা হক জিহাদি তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে।

২. যারা হক তানজীম খুঁজে পায়নি বা পেয়েছে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখনো যুক্ত হতে পারেনি।

যারা তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে, তারা তানজীমের নির্দেশনা মত ই'দাদ করবে।

আর যারা তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পারেনি, তারা তানজীম খুঁজতে থাকবে বা আগে খোঁজ পেয়ে থাকলে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে তানজীমের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তানজীম যেভাবে নির্দেশনা দেয় সেভাবে ই'দাদ করবে। তবে তানজীমে যুক্ত হতে পারার আগ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্যানুযায়ী ই'দাদ চালিয়ে যেতে হবে।

তানজীমে যুক্ত হতে পারার আগ পর্যন্ত ই'দাদ কীভাবে করে যাব ?

ই'দাদ একটি ব্যাপক বিষয়। তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পারার আগেও ই'দাদের অনেক কিছু করা যায়। ই'দাদের প্রাথমিক কাজগুলো এখানেই সম্পন্ন করে ফেলা যায়। তাগুতের চোখের সামনেই এগুলো করা যায়, কিংবা তাগুতের চোখকে একটু ফাঁকি দিলেই করা যায়। নিম্নে এ ব্যাপারে সামান্য ধারণা দেয়া হল:

১. জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা। ফিতান সংক্রান্ত হাদিসগুলো ভালভাবে অধ্যয়ন করা। পাশাপাশি দ্বীনের অন্যান্য বিষয় যেগুলো তার প্রয়োজন যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, বিবাহ, তালাক ইত্যাদী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা, যাতে তানজীমে যুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আর এগুলোতে সময় ব্যয় করতে না হয়।

২. কুরআনে কারীম সহী শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে শিখা, যাতে পরে আর এতে সময় দিতে না হয়।

৩. কষ্টসহিষ্ণু হওয়া।

৪. দীর্ঘ সময় উপবাস থাকায় অভ্যস্ত হওয়া।

৫. দীর্ঘ হাঁটার অভ্যাস করা।

৬. দৌড়ার অভ্যাস করা।

৭. ভারী বোঝা বহনে অভ্যস্ত হওয়া।

৮. রান্না বান্নার কাজ শিখা।

৯. গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদী জবাই ও তার পরবর্তী কাজগুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারদর্শী হওয়া।

১০. সাইকেল, মোটর সাইকেল, প্রাইভেটকার ইত্যাদী যান চালাতে শিখা।

১১. মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ... ইত্যাদী আধুনিক যন্ত্রপাতি যেগুলো জিহাদের কাজে ব্যবহার করা হয় সেগুলোর ব্যবহারবিধি, কারিগরি ইত্যাদীতে পারদর্শী হওয়া।

১২. ইলেকট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়া উভয়টাতে অভিজ্ঞ হওয়া।

অনেকে এসব বিষয়কে দুনিয়াবী বিষয় মনে করে সেগুলো থেকে দূরে থাকেন। এটা ঠিক নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যতীত জিহাদ সম্ভব নয়। বরং বলা হয়, মিডিয়া জিহাদের অর্ধেক বা তারও বেশি। কাজেই আধুনিক প্রযুক্তিকে দাজ্জালের আবিষ্কার মনে করে সেগুলো থেকে দূরে থাকা ফরয ই'দাদে ত্রুটি করার নামান্তর। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই কার ক্ষেত্রে কোনটা প্রয়োজন আর কোনটার প্রয়োজন নেই সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তদ্রূপ এগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলোও পরিহার করতে হবে।

১৩. সম্ভব হলে মার্শাল আর্ট, কারাতি, কুংফু ইত্যাদী শিখা। সম্ভব না হলে অন্তত যেসব শারীরিক কসরত সম্ভব সেগুলো করে যাওয়া।

১৪. সাঁতারে পারদর্শী হওয়া।

১৫. ঠান্ডা-গরম সব ধরণের পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে পারায় অভ্যস্ত হওয়া।

১৬. প্রাথমিক চিকিৎসা আয়ত্ব করা।

এছাড়াও আরো অন্যান্য বিষয় যেগুলো জিহাদের কাজে প্রয়োজন হবে, সামর্থ্য অনুযায়ী সেগুলো আয়ত্ব করে নেয়া।

উল্লেখ্য যে, ই'দাদের বিষয়গুলোতে বাস্তবিকই পারদর্শী ও পারঙ্গম হতে হবে। এমন যেন না হয়, বুলি আওড়িয়ে গেলাম 'আমি সব পারি' কিন্তু প্রয়োজনের সময় পারলাম না। এ ধরণের কাজ নি:সন্দেহে ই'দাদে ত্রুটি বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিফাক থেকে হিফাজত করুন!

জিহাদ কি হজ্বের মতো ?

আমরা ই'দাদের ব্যাপারে প্রচলিত ১ নং সংশয় নিরসনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এ সংশয়ের একটা বড় অংশ ছিল, 'জিহাদ হজ্বের মতো। হজ্বের সামর্থ্য না থাকলে যেমন হজ্ব ফরয হয় না, জিহাদের সামর্থ্য না থাকলেও জিহাদ ফরয হয় না। যার হজ্ব করার সামর্থ্য নেই, তার উপর যেমন হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন ফরয নয়, তদ্রূপ জিহাদের সামর্থ্য না থাকলেও জিহাদের জন্য ই'দাদ ফরয নয়।'

এই সংশয় নিরসনে কিছু আলোচনা আমরা আগে করে এসেছি। এখানে এর নিরসনে দু'টি পয়েন্ট সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব। আশাকরি এ থেকে জিহাদ ও হজ্বের পার্থক্যটা বুঝে এসে যাবে।

প্রথম পয়েন্ট:

হজ্ব ফরয করা হয়েছে ফিল হাল (উপস্থিত) সামর্থ্য থাকার শর্তে। ফিল হাল-উপস্থিত সময়ে যার হজ্ব করার সামর্থ্য আছে তার উপর হজ্ব ফরয, যার ফিল হাল সামর্থ্য নেই তার হজ্ব উপর ফরয নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

(সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয।)

[আলে ইমরান : ৯৭]

আয়াতের مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا অংশে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন, হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকা শর্ত। কাজেই হজ্ব করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ যাদের নেই তাদের উপর হজ্ব ফরয নয়। আর যখন হজ্ব ফরযই নয়, তখন হজ্বের জন্য অর্থ সম্পদ উপার্জন করা ফরয হওয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই। হ্যাঁ, কেউ যদি করে তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শরীয়ত তার উপর হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন ফরয করেনি।

কিন্তু জিহাদের ব্যাপারটা এমন নয়। যেসব আয়াত ও হাদিসে জিহাদ ফরয করা হয়েছে, কিংবা জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর কোথায় এই শর্ত করা হয়নি যে, ফিল হাল-উপস্থিত মূহুর্তে শত্রুকে পরাজিত করেতে পারার সামর্থ্য থাকলে জিহাদ ফরয নতুবা ফরয নয়। বরং মা'যুর ব্যতীত বাকি সকলের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে। (মা'যুর কারা এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করে এসেছি।) যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমনটা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু হজ্ব একতো সামর্থ্য না

থাকলে ফরযই করা হয়নি, দ্বিতীয়ত হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন করে হজ্বের সামর্থ্য অর্জনের আদেশও দেয়া হয়নি । কাজেই জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করা শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ।

এবার আসুন আমরা যেসব আয়াতে জিহাদ ফরয করা হয়েছে কিংবা জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখি, কোথাও ফিল হাল-উপস্থিত সময়ে শত্রুকে পরাজিত করতে পারার মত পর্যাপ্ত শক্তি বিদ্যমান থাকাকে শর্ত করা হয়েছি কি'না।

সূরা বাক্বারা:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"১৯০.আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

১৯১.তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল। বস্তুত ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। আর তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের সাথে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান।

১৯২. অত:পর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অত:পর তারা যদি বিরত হয়, তাহলে (জেনে রাখ) যালিমরা ছাড়া কারো উপর কোন কঠোরতা নেই।"

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

"২৪৪. আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

"২৫১. আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।"

সূরা নিসা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

"৭১. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের আত্নরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখ। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বের হও অথবা একসাথে বের হও।"

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"৭৪. সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।
৭৫. আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না ঐ সকল দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের (কে মুক্ত করার) জন্য, যারা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।
৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।"

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

"৮৪. অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তি দানে কঠোরতর।"

সূরা মায়েদা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

"৫৪. হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

সূরা আনফাল:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (৩৯) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (৪০)

“৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দ্রষ্টা।
৪০. আর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।”

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (৬৫)

“৬৫.হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও।”

সূরা তাওবা:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(৫)

“৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (১২) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (১৩) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (১৪) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (১৫) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(১৬)

“১২. আর যদি তারা চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের এ সকল নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর যেন তারা বিরত হয়। নিশ্চয় তারা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নেই।
১৩. তোমরা কেন এমন কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, আর তারাই প্রথমে তোমাদের সাথে আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? অথচ আল্লাহ অধিক উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হও।
১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন।
১৫. আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

১৬. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।”

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(২৯)

“২৯. তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়।”

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(৩৬)

“৩৬. নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুলুম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।”

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (৩৮) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (৩৯) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(৪০) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (৪১)

“৩৮. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

৩৮. যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৪০.যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দু’জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, ‘তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা

দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

৪১.তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(১২৩)

"১২৩. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"

সূরা হজ্ব:

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (৩৮) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (৩৯) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (৪০) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(৪১)

"৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন এবং কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম।

৪০. যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪১. তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।"

সূরা ছফ:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (১০) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (১১) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (১২) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(১৩)

১০. হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে?

১১. তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখবে এবং তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

১২.তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহাসাফল্য।

১৩. এবং তোমাদেরকে দান করবেন আরো একটি (জিনিস) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (আর তা হচ্ছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর (হে রাসূল!) তুমি মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ দাও।”

উপরোক্ত আয়াতসমূহের কোনটাতে কিংবা অন্যকোন আয়াতে বা কোন হাদিসে জিহাদকে ফিল হাল-উপস্থিত সময়ে কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষমতার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়নি । বরং মা’যুর ব্যতীত সকলের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে। শক্তি না থাকলে ই’দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হজ্ব তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কাজেই, জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করে ‘সামর্থ্য নেই’ বলে দিয়ে ফরয জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ নেই।

জিহাদের সহীহ দৃষ্টান্ত:

জিহাদের দৃষ্টান্ত রূপে শরীয়তে অনেক বিধান বিদ্যমান। যেমন:

১. আত্নহত্যা হারাম; জীবন রক্ষা ফরয। জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক পরিমাণ খানা খাওয়া ফরয। তদ্রূপ ঠান্ডা-গরমে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক পরিধান করা ফরয। যদি প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক বিদ্যমান থাকে তাহলে তো ভালোই। আর যদি না থাকে তাহলে উপার্জনে সক্ষম হলে প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক উপার্জন করা ফরয। যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে না খেয়ে কিংবা ঠান্ডা-গরমে মারা যায় তাহলে আত্নহত্যাকারী বলে গণ্য হবে, যার পরিণাম জাহান্নাম।

২. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর ঋণ পরিশোধ করা ফরয। যদি ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকে তাহলে তো ভালোই। যদি পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকে তাহলে উপস্থিত যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু আদায় করবে আর বাকিটার জন্য সম্পদ উপার্জন করবে। আর এই উপার্জন ফরয দায়িত্ব বলে গণ্য হবে।

৩. নিজের নাবালেগ সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও গরীব পিতা মাতার ভরণ পোষণ ফরয। যদি সম্পদ থাকে তো ভালো। না থাকলে উপার্জন করা ফরয।

৪. নিজের নিকটাত্নীয়দের মধ্যে যারা উপার্জনে অক্ষম তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। সম্পদ না থাকলে উপার্জন করতে হবে।

এই সবগুলো মাসআলাতেই ব্যক্তির অক্ষমতার কারণে ফরয রহিত হয়ে যায়নি। কেননা, এই ফরযগুলোর সম্পর্ক সম্পদ থাকা না থাকার সাথে নয়। সম্পদ থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় এগুলো ফরয। এ কারণেই তার উপর উপার্জন ফরয করা হয়েছে।

জিহাদও ঠিক তেমনি। শক্তি থাকা না থাকার সাথে জিহাদ ফরয হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কিত নয়। জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয। যদি উপস্থিত শক্তি না থাকে তাহলে ই’দাদ করে শক্তি সঞ্চয় করা ফরয। কিন্তু হজ্ব তার ব্যতিক্রম। হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য উপস্থিত সামর্থ্য থাকা শর্ত। উপস্থিত সামর্থ্য না থাকলে হজ্ব ফরয নয়।

এসব মাসআলা আহলে ইলমদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত। আমার এ ব্যাপারে বিস্তারিত ও স্বতন্ত্র আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে দলীল প্রমাণের দিকে যাচ্ছি না। শুধু ফিকহের কিতাব থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ফতোয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে:

الباب الخامس عشر في الكسب
(وهو أنواع) فرض، وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من يجب عليه نفقته ... وكذا إن كان له أبوان معسران يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما كذا في الخلاصة.اهـ

“পনেরতম পরিচ্ছেদ ‘উপার্জন’ সম্পর্কে:
উপার্জনের হুকুম কয়েক প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার: ফরয। আর তা হচ্ছে, নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ, ঋণ পরিশোধ এবং অন্যান্য যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর বর্তায় তাদের ভরণপোষণের জন্য উপার্জন। ... তদ্রূপ যদি তার দরিদ্র পিতা মাতা থাকে তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করাও ফরয। ‘আল-খুলাসা’ কিতাবে এমনই বলা হয়েছে।”
[ফতোয়া আলমগীরি: ৫/৪০৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

(الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل، وما يتصل به) أما الأكل فعلى مراتب: فرض، وهو ما يندفع به الهلاك، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى ... وإن كان المحتاج يقدر على الكسب فعليه أن يكتسب، ولا يحل له أن يسأل. ... إذا كان المحتاج عاجزا عن الكسب ولكنه قادر على أن يخرج ويطوف على الأبواب، فإنه يفرض عليه ذلك حتى إذا لم يفعل ذلك وقد هلك كان آثما عند الله تعالى.اهـ

“এগারতম পরিচ্ছেদ ‘খানা ও তৎসংশ্লিষ্ট হালাল হারাম’ সম্পর্কে:
খাদ্যগ্রহণের হুকুম কয়েক প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার: ফরয। আর তা হচ্ছে, জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ। যদি খানা-পিনা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহলে গুনাহগার হবে। ... খাদ্য সংকটে পতিত জীবনের আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য উপার্জন করা আবশ্যক। অন্যের কাছে সওয়াল করা তার জন্য জায়েয হবে না। ... আর যদি উপার্জনে সক্ষম না হয়, কিন্তু মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে চাইতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপর এটিই ফরয। যদি মানুষের কাছে না গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহগার বলে গণ্য হবে।”
[ফতোয়া আলমগীরি: ৫/৩৮৯, ৩৯২]

‘তানভীরুল আবসার’ এ বলা হয়েছে:

الأكل فرض مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه.اهـ

“জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্য খাওয়া ফরয।”

আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

وكذا ستر العورة و ما يدفع الحر والبرد.اهـ

“তদ্রূপ সতর ঢাকা এবং ঠান্ডা-গরম প্রতিহত করার মত পোশাকও ফরয।”
[ফতোয়া শামী: ৯/৪৮৮, কিতাবুল হজরী ওয়াল ইবাহা]

জিহাদ হজ্বের মত নয়: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়া:

আল্লাহ তাআলা ইবনে তাইমিয়া রহ. কে জাযায়ে আজীম নসীব করুন, তিনি সাতশত বৎসর পূর্বেই ফতোয়া দিয়ে গেছেন: ‘জিহাদ হজ্বের মত নয়।’

তিনি বলেন:

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حقا يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها؛ كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها.اهـ

তরজমায় যাওয়ার আগে উনার বক্তব্যটা একটু বুঝে নিলে ভাল।

তিনি আলোচনা করছিলেন, যদি রাষ্ট্রীয় পদগুলোর জন্য উপযুক্ত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি না পাওয়া যায় তাহলে কী করা হবে?

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো- উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত তাকে পদে নিয়োগ করা হবে। তবে লোকদের মাঝে ইছলাহের কাজ চালিয়ে যেতে হবে যথাসাধ্য, যাতে বর্তমানেও যতদূর সম্ভব নেতৃত্ব কর্তৃত্ব যথাযথ আদায় হয়, এবং যাতে পরবর্তীতে যোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি তৈরী হয় যাদেরকে পদে নিয়োগ দেয়া যায়। আপাতত যদিও যোগ্য লোক না থাকার কারণে জরুরত বশত অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু এর উপর বসে থাকলে দায়িত্ব আদায় হবে না। যথার্থ ইছলাহের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এই ধরণের জরুরত ও অক্ষমতার হালত প্রসঙ্গে তিনি আরোও দু’টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন:

এক. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে আপাতত যতটুকু পারে আদায় করবে, বাকিটার জন্য চেষ্টায় লেগে যাবে।

দুই. সামর্থ্যের অভাবে জিহাদ সম্ভব না হলে ই’দাদ ফরয হবে। জরুরতের কারণে আপাতত জিহাদ বন্ধ রাখা হলেও এতেই দায়িত্ব মুক্তি নয়। ই’দাদ করে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

তিনি বলেন, কিন্তু হজ্ব এবং হজ্ব জাতীয় অন্যান্য বিধান এর ব্যতিক্রম। সেগুলো ফরয হওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকা শর্ত। সামর্থ্য না থাকলে ফরয নয়। যেহেতু ফরযই নয়, তাই সামর্থ্য না থাকলে সেগুলোর জন্য সামর্থ্য অর্জন করতে হবে না।

এবার তরজমা লক্ষ্য করুন:

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حقا يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها؛ كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها.اه

"জরুরতের কারণে যদিও অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেয়া জায়েয, যখন সে উপস্থিত লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হয়, তথাপি লোকজনের ইছলাহের যথার্থ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক, যাতে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের বিষয়াদি সহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলো মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ তৈরি হয়। যেমন, দরিদ্র ব্যক্তির উপর ঋণ পরিশোধের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব, যদিও এই মূহুর্তে তার সামর্থ্যের অধিক তার কাছে চাওয়া হবে না। এবং যেমন সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে। কিন্তু হজ্ব এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিধানের সামর্থ্যের বিষয়টা ভিন্ন। সেগুলোর ক্ষেত্রে সামর্থ্য অর্জন আবশ্যক নয়। কেননা, সেসব বিষয় সামর্থ্য না থাকলে ফরযই হয় না।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯]

এখানে তিনি শুধু হজ্ব নয়, বরং হজ্ব জাতীয় অন্য সকল বিধানের সাথেই জিহাদের পার্থক্যটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকা শর্ত নয়। সামর্থ্য না থাকলেও জিহাদ ফরয। তবে তখন হামলা করতে যাবে না, বরং ই'দাদ করবে। আর ই'দাদ তখন ঐচ্ছিক কোন বিষয় নয়, বরং ফরয।

কিন্তু হজ্ব ও তার সমগোত্রীয় বিধানসমূহ এর ব্যতিক্রম। সেগুলো সামর্থ্য না থাকলে ফরযও হয় না, সেগুলোর জন্য সামর্থ্য অর্জনও করতে হয় না।

এই গেল প্রথম পয়েন্ট। এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আসা যাক।

দ্বিতীয় পয়েন্ট:

জিহাদ ফরয করা হয়েছে কতগুলো লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরযই থেকে যাবে।

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলোর মাঝে রয়েছে:

১. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। কুফরের শক্তিকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়া। কাফেরদেরকে হয়তো ইসলাম গ্রহণে নতুবা ইসলামী হুকুমতের অধীনে জিযিয়া দিয়ে বাস করতে বাধ্য করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لِلّهِ

(আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।)

[আনফাল: ৩৯]

তিনি আরোও ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।)

[তাওবা: ২৯]

ইমাম জাসসাস রহ.বলেন:

- فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.اه

“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।”

[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১]

অতএব, যতক্ষণ না পর্যন্ত কুফরের শক্তি চুরমার হবে, সব কাফের হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে কিংবা জিযিয়া দিতে বাধ্য হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরয থেকে যাবে।

এ কারণেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এসে দাজ্জালকে হত্যার পর এবং ই’জুয মা’জুয আল্লাহর গযবে পড়ে ধ্বংস হওয়ার পর যখন আর কোন কাফের থাকবে না, তখন আর জিহাদের প্রয়োজন পড়বে না।

২. জিহাদ ফরয হওয়ার আরেকটি কারণ দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদেরকে কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা লড়াই করছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং ঐসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদেরকে উদ্ধার করার জন্য, যারা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।”

[নিসা: ৭৫]

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত না হবে ততদিন পর্যন্তই জিহাদ ফরয থেকে যাবে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি জিহাদ যে হজ্বের মত নয় তা স্পষ্ট।

ই'দাদের ব্যাপারে প্রচলিত দ্বিতীয় সংশয়ের নিরসন :

দ্বিতীয় সংশয়টি ছিল: (ই'দাদ ব্যক্তিগত কোন কাজ নয় বরং তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের হাতে কোন রাষ্ট্র নেই, কাজেই সাধারণ মুসলমানের উপর ই'দাদ ফরয নয়। মুসলমানদের হাতে যখন রাষ্ট্র আসবে তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ই'দাদ করা হবে। এর আগ পর্যন্ত ই'দাদ ফরয নয়।)

পূর্বোক্ত আলোচনার পর এ সংশয়ের ব্যাপারে আর বেশি কিছু আলোচনার দরকার হবে না আশাকরি। জিহাদ ফরয মেনে নেয়ার পর ই'দাদ ফরয না মানার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া যেসব আয়াত ও হাদিসে জিহাদ ও ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোর কোথাও মুসলমানদের রাষ্ট্র থাকার শর্তে তা ফরয বলা হয়নি। নি:শর্তভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে আর মা'যুরদেরকে এ থেকে আলাদা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার আদেশের মধ্যে সমগ্র উম্মাহই শামিল। রাষ্ট্র যাদের আছে তারা শামিল, রাষ্ট্র যাদের নেই তারা শামিল নয়- এমন ধরণের ভাগ করা শরীয়তের ব্যাপারে মনগড়া মন্তব্য ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লামা আলূসী রহ. বলেন:

"وَأَعِدُّوْا لَهُمْ" خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل.اه

"আল্লাহ তাআলার বাণী "وَأَعِدُّوْا لَهُمْ" (তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বটা সকলেরই।"
[রুহুল মাআ'নী: ৫/২২০]

তাছাড়া মুসলমানদের রাষ্ট্র না থাকলে তো ই'দাদের দরকার আরো বেশি। কেননা, রাষ্ট্র থাকলে তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফরযটা আদায় হয়ে গেল। আর রাষ্ট্র না থাকলে তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও ই'দাদের দরকার, যেমন কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের জন্য ই'দাদ দরকার।

এ ছাড়াও ই'দাদের আদেশ আল্লাহ তাআলা যে জন্য দিয়েছেন তা কি পূর্ণ হয়ে গেছে?? আমরা কি বছরে একবার বা দু'বার কাফেরদের দেশে গিয়ে ইকদামী-আক্রমণাত্নক জিহাদ পরিচালনা করতে পারছি?? আমরা কি কাফেরদেরকে সদা সর্বদা আমাদের শক্তি সামর্থ্য ও শৌর্য বির্যের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখতে পারছি?? আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কি বিজয়ী হয়ে গেছে? ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী ভূমি কি কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে? সমস্ত কাফের কি মুসলমান হয়ে গেছে? না'কি তারা জিযিয়া কবুল করে যিম্মি হয়ে গেছে?

যদি এসব এখনোও না হয়ে থাকে তাহলে জিহাদ ও ই'দাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল কীভাবে? এমতাবস্থায় কি জিহাদ ও ই'দাদ ফরয নয় বলে আইম্মায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন? কুরআন হাদিসের কোথাও কি এমন উদ্ভট কথা আছে?

যদি কুরআন হাদিসে না থেকে থাকে, যদি আইম্মায়ে কেরাম ফতোয়া না দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে এরপরও এমন ধরণের মন্তব্য সম্পূর্ণই মনগড়া নয় কি?

আসলে এসব লোকের সমস্যা অন্য জায়গায়। তাদের মন মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে আছে শয়তানের ছড়ানো একটি ভিত্তিহীন আকীদা। সেটি হলো, 'ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই।'

আমি অনেক বড় আলেম বলে খ্যাত কয়েকজন থেকে শুনলাম তারা বলছেন, 'ইমাম ছাড়া জিহাদ ফরয নয়।'

শুধু তাই নয়, আরো একদৌড় এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'ইমাম ছাড়া জিহাদ নাজায়েয। দলীল দিয়েছেন:

আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।)

[বাক্বারা: ১৯৫]

আর বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের ইমাম নেই, কাজেই এখন জিহাদে যাওয়ার অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। অতএব, বর্তমানে জিহাদ নাজায়েয।

এই ধরণের আলেম যে শুধু নিজেরাই শয়তানের অনুসারি হয়ে পড়েছে তাই নয়, সমগ্র উম্মাহকেই তারা শয়তানের অনুসারি বানাতে চাচ্ছে।

একটা কিচ্ছা মনে পড়ল। এক বানরের না'কি ফাঁদে আটকে লেজ কাটা গেল। এখন সে নিজের খুঁত ঢাকতে অন্যান্য বানরকে একত্রিত করে লেজ কেটে ফেলার উপকারিতা বয়ান করল। তাদেরকে প্রস্তাব দিল, 'আমি এই সব উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে আমার লেজ কেটে ফেলেছি। তোমরাও তোমাদের লেজ কেটে ফেল।' যাহোক, বানরের ফন্দি শেষে ধরা পড়ে গেল। তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

এসব আলেমের অবস্থাও এমনি। নিজেরা যখন জিহাদ ত্যাগ করেছে, তখন নিজেদের অপরাধ ঢাকতে বিভিন্ন ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। অন্যদেরকেও তাদের মতো বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

তারা যেসব আয়াত দিয়ে জিহাদের বিপক্ষে দলীল দিচ্ছে, সেগুলোর সত্যিকার প্রয়োগক্ষেত্র দেখলেই এদের অজ্ঞতা আর চালাকি বুঝে এসে যাবে। যেমন পূর্বোক্ত আয়াতটির দিকেই আমরা তাকাই, আল্লাহ তাআলা এখানে কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান-সুকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন-সুকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।)

অর্থাৎ তোমরা জিহাদের কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে থাক। জিহাদের কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা করলে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। কেননা, এতে শত্রু শক্তিশালী হয়ে তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। তারা তোমাদের দ্বীন-দুনিয়া সব ধ্বংস করবে। আর অর্থ সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও

ইহসানের পন্থা অবলম্বন কর। অর্থ খুব উত্তম ও ভালভাবে ব্যয় কর। এতে কোনরূপ কমতি ও ত্রুটি করো না। যারা এভাবে ব্যয় করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদি. থেকে বর্ণিত, কতক সাহাবী রাদি. মনে করলেন, জিহাদ তো অনেক হয়েছে। এখন ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। এতদিন আমরা আমাদের ক্ষেত খামারের খোঁজ খবর নিতে পারিনি জিহাদের ব্যস্ততার কারণে। এখন কিছুদিন জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত খামারগুলো একটু দেখা-শুনা করা দরকার। সাহাবাদের যখন এই খেয়াল আসল তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন। সাবধান করে দিলেন, যদি জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত খামারে মনোনিবেশ কর, তাহলে তোমরা ধ্বংস মুখে পতিত হবে।

হায়! যে আয়াতে জিহাদ ত্যাগ করাকে ধ্বংসের নামান্তর বলা হয়েছে, এরা ঐ আয়াতকেই জিহাদ ত্যাগের পক্ষে দলীল দিচ্ছে। ঐ আয়াত দিয়েই জিহাদকে নাজায়েয ফতোয়া দিচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!!

শয়তানের ওহী: ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (১১২) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (১১৩)

(আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি জীন ও মানব জাতীর মধ্য থেকে শয়তানদেরকে । তারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়। আপনার রব চাইলে তারা এরূপ করতে পারতো না। সুতরাং আপনি তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনায় পড়ে থাকতে দিন। আর কুমন্ত্রণা এ কারণে দেয় যে, যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না তাদের অন্তর যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পছন্দ করে আর তারা যেসব অপকর্ম করার তা করতে থাকে।)

[আনআম:১১২-১১৩]

দরবারী আলেমদের নিকট এই শয়তানরাই ওহী করেছে: 'ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই।'

খণ্ডন:

ইমাম দ্বারা কী উদ্দেশ্য? জিহাদের আমীর না'কি খলিফাতুল মুসলিমীন?

যদি জিহাদের আমীর উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরাও আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত। জিহাদের জন্য আমীর বানানো ওয়াজিব আমরাও বলি। জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব আমরাও বলি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সফলতা আসবে না এতে আমরাও একমত। জিহাদের আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে করে এসেছি।

তবে যদি বলা হয়, 'জিহাদের আমীর না থাকলে জিহাদই ফরয নয়' তাহলে এ কথা শরীয়ত বহির্ভূত। আমরা এর সাথে একমত নই। মসজিদের ইমাম না থাকলে ইমাম বানিয়ে নেয়া আবশ্যক তা ঠিক। কিন্তু ইমাম না থাকলে নামাযই ফরয নয়, এটা শরীয়ত বহির্ভূত কথা।

আর যদি ইমাম দ্বারা খলিফাতুল মুসলিমীন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, 'খলিফাতুল মুসলিমীন ছাড়া জিহাদ নেই' এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য?
যদি বলা হয়, 'জিহাদ ফরয, তবে জিহাদ করার জন্য আগে একজনকে খলিফাতুল মুসলিমীন বানিয়ে নিতে হবে' তবে আমরা আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত যে, খলিফাতুল মুসলিমীন বানানো ওয়াজিব। কিন্তু খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ জায়েয হবে না, এ কথার সাথে আমরা একমত নই। কেননা, মুসলমানদের হয়তো খলিফা বানানোর সামর্থ্য থাকবে বা থাকবে না। যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ করা যাবে না কথাটা অযৌক্তিক। এতে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ও ইসলাম প্রতিষ্টার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। খেলাফত প্রতিষ্টা এবং খলিফা বানানোর পথও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এ ধরণের মন্তব্য সুস্পষ্ট বাতিল না হয়ে পারে না। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে খলিফা না বানানোটা মুসলমানদের জন্য গুনাহের কাজ। কিন্তু এই গুনাহের কারণে জিহাদ ছেড়ে আরেকটা গুনাহে লিপ্ত হতে হবে এটা অযৌক্তিক। তাছাড়া শরীয়তের কোন দলীলে এ কথা বলা হয়নি যে, জিহাদ জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা বানানো শর্ত।

আর যদি উদ্দেশ্য হয়, 'খলিফা না থাকলে জিহাদ ফরযই হয় না' তাহলে এটা সম্পূর্ণ শরীয়ত বহির্ভূত কথা।

উপরোক্ত সংশয়গুলোর বিস্তারিত খণ্ডনে যাচ্ছি না। সংক্ষিপ্তাকারে শুধু কয়েকটি কথা বলব:
এক) জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস এসেছে, কিন্তু কোন আয়াত বা হাদিসে জিহাদ ফরয বা জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা থাকা শর্ত করা হয়নি। জিহাদ শুধু ইমামের দায়িত্ব বলা হয়নি। তবে ইমামের দায়িত্ব সমূহের মধ্যে একটা দায়িত্ব হল জিহাদ করা। যদি ইমাম না থাকে বা থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করে তাহলে মুসলমানদের নিজেদের ফরয নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

ইবনে কুদামা রহ. বলেন:

فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره، وان حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الاماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج.اه

"যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের বণ্টন স্থগিত রাখবে। "
[আল-মুগনী: ১০/৩৭৪]

আর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাওয়ার পর যদি ইমাম জিহাদে যেতে নিষেধ করে তাহলে তার নিষেধ প্রত্যাখ্যান করে জিহাদে যাওয়া ফরয। কেননা, আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"খালেকের নাফরমানীতে মাখলূকের কোন আনুগত্য নেই।"

ইমাম মুহাম্মদ রহ. 'আসসিয়ারুল কাবীর' এ বলেন:

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما.اه

"ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।"

ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا. اه

"যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয। যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয। নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে যাবে না, ইমামের ক্ষেত্রেও তেমনি।"

[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮]

মালিকী মাযহাবের কিতাব 'ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক' এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.اه

"ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।"

[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩]

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ...اه

"কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।"

[আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০]

অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শত্রু আক্রমণ করে বসলে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

দুই) ইমাম যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং কিতাল ব্যতীত তাকে হটানো সম্ভব না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরয। যেমনটা হাদিসে এসেছে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমত বিদ্যমান।

এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয হল কিভাবে ??

এই দুই মাসআলা থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ ফরয হওয়া না হওয়ার সাথে ইমাম থাকা না থাকার বা ইমাম আদেশ বা অনুমতি দেয়া না দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যথায়, প্রথম মাসআলাতে ইমাম নিষেধ করার পরও জিহাদ ফরয থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় মাসআলাতে ইমাম মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর যখন কোন ইমাম নেই, তখন এই মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হওয়ার কথা নয়। এ থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ স্বতন্ত্র একটা বিধান যার সাথে ইমামের কোন সম্পর্ক নেই। শত্রু আক্রমণ করে বসলেই জিহাদ ফরয হয়ে যায়। এ কারণেই ইমামের বাধা দেয়াটা তখন নাফরমানি বলে ধর্তব্য হবে। মুসলমানদের জন্য তার নিষেধ মান্য করা জায়েয হবে না। তার আদেশ অমান্য করা তখন ফরয। কিন্তু জিহাদ ছাড়ার কোন সুযোগ নেই।

তদ্রূপ ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হটানো ফরয। এই ফরযের সাথে ইমাম থাকা না থাকার কোন সম্পর্ক নেই। আর থাকবেই বা কেন? ইমাম তো নিয়োগ দেয়াই হয় মুসলমানদের দায়িত্বসমূহ যেন শংখলাবদ্ধভাবে আদায় করা যায়। দায়িত্বসমূহ আগেই ফরয হয়ে থাকে, ইমাম নিয়োগ দেয়া হয় ঐ ফরয হয়ে থাকা দায়িত্বসমূহ জামাআতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখভাবে আদায় করার জন্য। ইমাম নিয়োগ দিলে তারপর ফরয হয়, এর আগে ফরয নয়- এমন নয়।

তিন) নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত যেমন ইমামের সাথে খাছ নয় বরং সকল মুসলমানের উপর ফরয, জিহাদও তেমনই। তবে জিহাদ যেহেতু একটি ইজতেমায়ী আমল, একক ব্যক্তির মেহনতের দ্বারা সফলতা সম্ভব নয়, সেজন্য আমীর না থাকলে একজন আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব।

চার) ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই কথাটা ইতিহাস থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১. তাতারীরা যখন আব্বাসী খলিফাকে শহীদ করে তখন ৬৫৭ হিজরী থেকে নিয়ে ৬৫৯ হিজরী পর্যন্ত তিন বছর মুসলমানদের কোন খলিফা ছিল না। কিন্তু এরপরও ওলামায়ে কেরাম তাতারীদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন কিতাল হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

২. ভারতবর্ষ ইংরেজরা দখল করে নেয়ার পর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ., কাসিম নানুতাবী রহ., রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. শামেলীর জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

৩. সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. দীর্ঘ দিন যাবৎ জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

৪. আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিতাল হয়েছে পনের বছর। তখন তো কোন খলিফা ছিল না। আজ যারা বলছে, ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই, তারাই তো তখন আফগান জিহাদ নিয়ে গৌরব করত। কিন্তু আজ যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তখন যেন শরীয়তের মাসআলা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

যদি বলা হয়, তখন খলিফা না থাকলেও জিহাদের আমীর ছিল। কিন্তু বর্তমানে জিহাদের কোন আমীর নেই।
উত্তরে বলবো: আমীর কি প্রতি ঘরে ঘরে থাকতে হবে? সারা দুনিয়াতে একজন থাকলে হবে না? আমাদের দেশের জিহাদের কাজ আমীর ছাড়া তো আর হচ্ছে না। আনসারুল ইসলাম আলকায়েদার শাখা, আর আলকায়েদা তালেবানদের হাতে বাইয়াত। তাদের নেতৃত্বে সারা দুনিয়াতে জিহাদ চলছে। এটা কি যথেষ্ট নয়? না কি প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর লাগবে? শরীয়ত কি বলে? বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের শক্তি নষ্ট করতে না এক আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভেদ করো না।) এর কি অর্থ?

আর যদি তালেবানদের অধীনে জিহাদ পছন্দ না হয় তাহলে কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ? অন্য কাউকে আমীর বানিয়ে জিহাদ করা কি ফরয হবে না? তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হক জিহাদি তানজীম বিদ্যমান থাকার পরও কোন ওযর ব্যতীত তার সাথে মিলিত না হয়ে নতুন তানজীম খোলে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার বৈধতা শরীয়ত দেয় কি'না?

সংশয়:

এখানে একটা সংশয় আসতে পারে- আমাদের দেশে যারা বর্তমান শাসকদেরকে মুরতাদ মনে করে না তারা যদি জিহাদ থেকে বিরত থাকে তাহলে এটা তাদের দোষ নয়। কারণ, তাদের কাছে যেহেতু এরা মুরতাদ হওয়া পরিষ্কার নয়, তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে কী হিসেবে?

উত্তর:

জিহাদ কি শুধু আমাদের দেশেই ফরয না আমাদের দেশের বাহিরেও ফরয? আরাকানে কি জিহাদ ফরয নয়? শামে কি জিহাদ ফরয নয়? ইরাকে কি জিহাদ ফরয নয়? আফগানে কি জিহাদ ফরয নয়? কাশ্মীরে কি জিহাদ ফরয নয়? মুসলমানদের যে সমস্ত দেশ কাফেররা দখল করে নিয়েছে সেগুলো উদ্ধার করা কি ফরয নয়? যেসব মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দি আছে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য কি জিহাদ ফরয নয়? আমাদের দেশের জিহাদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেই কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ?

আসলে এসব কিছুই নয়। জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নেই সেটাই বড় কথা। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন:

(وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ)

(আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, 'বসে থাক তোমরা বসে থাকা লোকদের সাথে।')
[তাওবা: ৪৬]

অধিকন্তু আমাদের দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক হওয়ার কারণ তো শুধু এটাই নয় যে, তারা মুরতাদ। আরো তো কারণ আছে।

আমাদের দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল আবশ্যক যে কারণে:

১. তারা অনেক কারণে মুরতাদ। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল-

(ক) রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা করা, আল্লাহ্ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

(খ) আন্তর্জাতিক কুফরী আইনকে মেনে নেয়া।

(গ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগীতা করা...ইত্যাদী।

আর মুরতাদদেরকে কতল করা ফরয। যে বাহিনী মুরতাদদের পক্ষ নেবে সেও মুরতাদের হুকুমে চলে যাবে।

২. তারা طائفة ممتنعة, যারা জিহাদ, হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের প্রায় সকল বিধান আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যেগুলো কিতাল করা ছাড়া তাদের থেকে আদায় করা সম্ভব নয়। অথচ শরীয়তের একটা ফরয বা ওয়াজিব বিধান কিংবা শাআয়েরে দ্বীনের কোন একটাকে (যেমন-আযান) আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হয়ে যায়।

৩. তারা জিহাদ, হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের প্রায় সকল বিধান বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না এবং তাদেরকে হটানো ব্যাতীত সেগুলো বাস্তবায়ন সম্ভবও নয়।

যদি কোন সংঘবদ্ধ জামাত কোন ফরয বিধান তরক করতে থাকে কিংবা কোন গুনাহে এমনভাবে লিপ্ত হয় যে, কিতাল করা ব্যতীত তাদের থেকে উক্ত ফরয আদায় করা কিংবা উক্ত গুনাহ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত জামাতের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয। চাই উক্ত জামাত সাধারণ জনগণ হোক বা সরকারী বাহিনী হোক । এই ধরণের জামাতকে "মুমতানে'" জামাত বলে।

তদ্রুপ কোন ব্যক্তি যদি কোন ফরয বিধান তরক করতে থাকে কিংবা কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে তাতে অটল থাকে এবং তার একটা বাহিনী থাকে যার শক্তিতে সে এই নাফরমানিতে চলতে থাকে যাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ব্যতীত তার থেকে উক্ত ফরয আদায় করা কিংবা উক্ত গুনাহ থেকে তাকে বিরত রাখা সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয। এই ধরণের ব্যক্তি ও জামাতকেও "মুমতানে'" বলে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أوالحج، أوعن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين و محرماته التي لاعذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها: فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها و إن كانت مقرة بها، و هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.اه

"কিতাল করা হবে প্রত্যেক এমন জামাআতের বিরুদ্ধে যারা কোন ফরয নামায, রোযা বা হজ্ব আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়; কিংবা অন্যায়ভাবে জান-মাল হরণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা মদ, যিনা, জুয়া থেকে বিরত থাকতে বা নিজের মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বা আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে সম্মত না হয়; এছাড়াও দ্বীনের আবশ্যকীয় যে কোন বিধান বা যে কোন হারামকৃত বিষয়, যেগুলো অস্বীকার বা তরক করার ক্ষেত্রে কারো কোন ওযর ধর্তব্য নয় এবং যেগুলোর ফরয হওয়া অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে- কোন জামাআত যদি সেগুলো পালন করতে বা সেসব হারাম থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। তারা যদি এসব বিধান স্বীকার করেও নেয় তবুও – আদায়ে বা বিরত থাকতে সম্মত না হলে – তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। এতে ওলামাদের কারো কোন দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫০৩]

ইমাম জাসসাস (রাহ.) বলেন-

وكذلك ينبغي أن يكون حكم سائر المعاصي التي أوعد الله عليها العقاب إذا أصر الإنسان عليها وجاهر بها، وإن كان ممتنعا حورب عليها هو ومتبعوه وقوتلوا حتى ينتهوا... وكذلك حكم من يأخذ أموال الناس من المتسلطين الظلمة وآخذي الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم إذا كانوا ممتنعين ... وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين بهم يقومون على أخذ الأموال. اهـ

"বাকি সকল গোনাহ যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা শাস্তির ধমকি দিয়েছেন কোন লোক যখন তাতে প্রকাশ্যে লিপ্ত হয় এবং তাতে অবিচল থাকে তখন তার হুকুম এমনই হওয়া চাই। আর যদি মুমতানে' হয় – এর ব্যাখ্যা পূর্বে বলা হয়েছে – তবে সে এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এথেকে বিরত থাকে।... তদ্রুপ ঐসব জালেম এবং ট্যাক্স আদায় কারী যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ নেয় যখন তারা মুমতানে' হয়ে যায় তখন সকল মুসলমানের উপর ফরয তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে হত্যা করা। ... তদ্রুপ তার অনুসারী এবং সহযোগীদেরকেও যাদের দ্বারা সে লোকজনের সম্পদ নিতে সমর্থ্য হয়।"
[আহকামুল কুরআনঃ ১/৫৭২]

যখন কোন গুনাহে লিপ্ত হলে যা শুধু ব্যক্তির নিজেরই ক্ষতি করে বা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ নিলে – অথচ সম্পদ একটি দুনিয়াবী বিষয় যা চলে গেলেও ব্যক্তির দ্বীনের কোন ক্ষতি হয় না - তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে হত্যা করা ফরয হয়ে যায়, তখন আপনি জিহাদের মতো ফরয বিধান - যা দ্বীন হেফাজতের একমাত্র ব্যবস্থা – তার তরককারী বরং তাতে বাধা দানকারীদের ব্যাপারে কী বলবেন ?!

যদি বল- না, ফরয নয় ; তাহলে বলব- আল্লাহ্ তাআলার দ্বীনের ব্যাপারে তোমার চেয়ে মূর্খ দুনিয়াতে নেই।

বরং উক্ত মূলনীতির আলোকে জিহাদ এবং অন্যান্য শরয়ী বিধান পালনে বাধা দান করায় দুই দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয –

এক) তারা নিজেরা এসব বিধান পালন পরিত্যাগ করার কারণে। এটা একটা নাফরমানী যাতে তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অটল-অবিচল রয়েছে।

দুই) অন্যদেরকে বাধা দেয়ার কারণে। এতেও তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অটল-অবিচল রয়েছে।

এ উভয় কারণে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয।

অতএব, এই মুহূর্তে ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতে এসব তাগুত বাহিনীর বিরুদ্ধে কিতাল ফরয।

শেষ কথা:

জিহাদ ও ই’দাদ সংশয় সন্দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় সহীহ জিহাদ শুধু সেই বুঝতে পারে যার উপর আল্লাহ তাআলার খাছ রহমত হয়। ই'দাদের ব্যাপারে আমারও কিছু সংশয় ছিল। আর থাকাটাই স্বাভাবিক, যেহেতু আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণত সহীহ জিহাদের আলোচনা হয় না। আর আমরা জিহাদের ময়দান থেকেও দূরে। আল্লাহ তাআলার খাছ রহমতে আস্তে আস্তে সেগুলো দূর হয়েছে। অনেক কিছুর হাকিকত-স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

ই’দাদের ব্যাপারে প্রচলিত সংশয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দীর্ঘ দিন ধরেই এ ব্যাপারে কিছু লিখার ইচ্ছা ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আকাংখা পূর্ণ করেছেন। এ ব্যাপারে কিছু মেহনত করার তাওফীক দিয়েছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি লিখার সুযোগ দিয়েছেন। তবে আমি আমার এ পুস্তিকাকে চূড়ান্ত বলে দাবি করি না। ই’দাদের ব্যাপারে যৎসামান্যই আমি পেশ করতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা হয়তো তাঁর কোন বান্দাকে মনোনীত করবেন, যার হাতে এ সংক্রান্ত সবগুলো বিষয় পূর্ণতা লাভ করবে।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এই সামান্য মেহনতকে কবুল করেন। জিহাদ ও ই’দাদের ব্যাপারে প্রচলিত সংশয়গুলোর নিরসনে একে একটি ওসীলা বানান। জিহাদি কাফেলার চলার পথের সহায়ক বানান। আমার নাজাতের ওসীলা বানান। আমীন!

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله و صحبه أجمعين